Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 19, 1430 Bangla, February 02, 2024, Friday, No. 33, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina has inaugurated the month-long "Amar Ekushey Book Fair-2024"- She stresses the need for digital publication of the books alongside the printed ones & their translation into different languages to reach the Bangla language, literature and culture at the global stage.
(VOA: 12, 13, R. Today: 17)

Sheikh Hasina, on this occasion, has conferred the Bangla Academy Literary Award-2023 on 16 individuals for notable contributions to various fields of Bangla literature. (R. Today: 17, Jago FM: 18)

International autism expert and Prime Minister's daughter Saima Wazed has officially joined the World Health Organization, WHO as Regional Director for South East-Asia. (Jago FM: 19)

Ministry of Foreign Affairs informs, BSF of India has officially conveyed its regret regarding the death of a BGB member and has expressed interest in solving the border problem through joint efforts. (VOA: 9)

Home Minister says, move has been made to make Speedy Trial Act permanent but it is not to suppress any group or political party. The law will be used against those who destabilise law and order.
(VOA: 10, Jago FM: 21)

Law Minister Anisul Haque says, there is a planned plot and conspiracy against country's laws, judiciary and democracy. He alleges, these are being done based on a case filed against Dr. Yunus. (R. Today: 16)

BNP has demanded an investigation into incident of BGB member Raishuuddin's death under supervision of UNO. Party's standing committee says, 201 BD citizens have been killed by BSF in last seven years.
(VOA: 10)

JP chairman GM Quader says, questionable elections & uncontrolled commodity price hikes have created public anger that will hurt the govt. -adds, the economic condition of the country is currently very poor.
(R. Today: 18)

ACC has filed a charge sheet against 14 people including Muhammad Yunus in allegation of embezzlement and money laundering of tk. 25 crores of Grameen labours' funds. (R. Today: 17)

Although deadline for Hajj registration has been extended three times, only a little more than half of the quota has been registered. Due to increased cost, this much-desired 'duty' of Muslims is going beyond capacity of many, the concerned think. (BBC: 08)

First phase of Vishwa Ijtema is starting from today on the shores of river Turag in Tongi, near capital Dhaka. Due to internal conflict of Tabligh-Jamaat, Vishwa Ijtema is being held in two phases.
(R. Tehran: 13)

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১৯, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ০২, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৩৩, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

মাসব্যাপী এ বছরের অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বই প্রকাশনা এবং অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তিনি।
(ভোয়া: ১২, ১৩, রে. টুডে: ১৭)

এসময় শেখ হাসিনা বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১১টি বিভাগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ বিতরণ করেন। (রে. টুডে: ১৭, জাগো এফএম: ১৮)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ডব্লিউএইচও-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অটিজম বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ। (জাগো এফএম: ১৯)

সম্প্রতি সীমান্তে বিজিবি'র একজন সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনায় বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। (ভোয়া: ০৯)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানান, কোনো গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল দমনের জন্য দ্রুত বিচার আইনটি স্থায়ী করা হয়নি-তিনি বলেন, যারা অবরোধ করবে, আইন-শৃঙ্খলা অস্থিতিশীল করবে তাদের বিরুদ্ধে এ আইন প্রয়োগ করা হবে।' (ভোয়া: ১০, জাগো এফএম: ২১)

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, দেশের আইন, বিচার বিভাগ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলছে। ডক্টর ইউনুস-এর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাকে কেন্দ্র করে এসব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।
(জাগো এফএম: ১৬)

বিজিবি সদস্য মো. রইস উদ্দীন নিহত হওয়ার ঘটনায় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তদন্ত দাবি করেছে বিএনপি। দলটির স্থায়ী কমিটি বলেছে, বিগত সাত বছরে বিএসএফ-এর হাতে ২০১ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছে।
(ভোয়া: ১০)

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন আর লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে যা সরকারকে ভোগাবে। তিনি আরো বলেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। (রে. টুডে: ১৮)

গ্রামীন টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের সংরক্ষিত ফান্ডের লভ্যাংশের ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনুসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। (রে. টুডে: ১৭)

হজের নিবন্ধনের সময়সীমা তিনদফা বাড়ালেও নিবন্ধন করেছেন প্রাপ্ত কোটার অর্ধেকের কিছু বেশি। বর্ধিত খরচের কারণে মুসলমানদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই 'ফরজ' অনেকের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।
(বিবিসি : ০৮)

রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার প্রথমপর্ব। তাবলিগ-জামায়াতের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে এবারও দুইভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা। (রে. তেহরান : ১৩)

বিবিসি

প্রণোদনা তুলে নেওয়ায় কতটা ভুগতে হবে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে ?

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, তৈরি পোশাকসহ রপ্তানি পণ্যের উপর সরকারি নগদ প্রণোদনা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হবে। দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পগুলোর উপর এই সিদ্ধান্তের কতটা প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে ইতোমধ্যেই তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যের খাত, তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকরা বলছেন এমন সিদ্ধান্তের ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে এই খাতের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপর। হারিয়ে যেতে পারে বিকল্প বাজার তৈরির সম্ভাবনা। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন যেহেতু বেশ সময় নিয়ে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে, তাই এটি খুব বেশি একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে না। বরং ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা-নির্ভর এই কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতানির্ভর বাজারের দিকে ঝুঁকতে হবে। বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ ক্যালেন্ডার বছরে দেশের পোশাক রপ্তানি ৪৭.৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। গত ৩০শে জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক এক সার্কুলারের মাধ্যমে জানায়, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ৪৩টি খাতে রপ্তানির বিপরীতে প্রণোদনা দিয়ে থাকে সরকার। তৈরি পোশাক খাত ছাড়ার এর আওতায় রয়েছে, পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি খাত, চামড়াজাত দ্রব্য, হাতে তৈরি পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি, নানা ধরণের কৃষিপণ্য, হাল্কা প্রকৌশল পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য, হিমায়িত পণ্য, রাসায়নিক পণ্য ইত্যাদি। চলতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে অল্প অল্প করে এই প্রণোদনা কমিয়ে আনা হবে। সার্কুলারে বলা হচ্ছে, ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে। উত্তরণ পরবর্তী সময়ে রপ্তানি প্রণোদনা একবারে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা হলে রপ্তানি খাত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। সেই বিবেচনায় অল্প অল্প করে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

এর কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ যেহেতু ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাবে, তাই এই প্রণোদনা প্রত্যাহার করতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে গেলে তারা কোনও রপ্তানি প্রণোদনা দিতে পারে না। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন খাতে বিভিন্ন হারে প্রণোদনা দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে, শুল্ক বন্ড ও ডিউটি ড্র-ব্যাক এর পরিবর্তে ৩%, ইউরো অঞ্চলে বস্ত্র খাতের রপ্তানিকারকদের জন্য অতিরিক্ত ১%, নীট, ওভেন ও সোয়েটার খাতের সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য অতিরিক্ত ৪%, নতুন পণ্য বা বাজার সম্প্রসারণ সহায়তা হিসেবে ৩% এবং তৈরি পোশাক খাতে ০.৫০% হারে বিশেষ নগদ সহায়তা। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতে সব বাজারে সব পণ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ১ শতাংশ হারে প্রণোদনা দেয়া হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ এর জুলাই-ডিসেম্বর মাসে ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানি আগের অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.২৪% কমেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বৃহত্তম রপ্তানি বাজার জার্মানিতে এই সময়ে রপ্তানি ২০২২-২৩ জুলাই-ডিসেম্বরের তুলনায় ১৭.০৫% কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পোশাক রপ্তানির বছরওয়ারি প্রবৃদ্ধি আমেরিকায় ৫.৬৯% এবং কানাডায় ৪.১৬% কমেছে।

গার্মেন্টস মালিকদের প্রতিষ্ঠান বিজিএমই এর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, "বিগত যে কোনও সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে রপ্তানি খাতে সবচেয়ে বেশি টানাপড়েন চলছে। রপ্তানির পরিমাণ বাড়লেও মুনাফা সেই হিসেবে বাড়ছে না।" তিনি বলেন, মন্দার কারণে কাঁচামালের দাম বেড়ে যাওয়ায় সব কিছুর উৎপাদন মূল্য বেড়ে গেছে। সেই হিসেবে রপ্তানির মূল্য বেড়ে গেছে। “এক্সপোর্টের ভ্যালু (মূল্য) বেড়ে যাওয়া মানেই কিন্তু মালিকরা সেই টাকাটা পায় না। মালিকরা সিএম বা চুক্তি অনুযায়ী দাম পায়”, জানাচ্ছেন তিনি। এসব বিভিন্ন কারণে আয় এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে, সেই সাথে বাজারে এখন পর্যাপ্ত অর্ডার নেই বলেও জানান তিনি। “ভ্যালুর কারণে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ছে। অর্ডার কিন্তু শর্টেজ, ক্যাপাসিটি কিন্তু খালি যাচ্ছে, কথা কিন্তু সত্যি।” এছাড়া গত কয়েক বছরে সব ধরণের জ্বালানির দাম কয়েক গুণ করে বেড়েছে। এমন অবস্থায় প্রণোদনাটা বাড়বে বলে তারা আশা করছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টো হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। “কমিয়ে দেওয়ার যৌক্তিকতা নীতি-নির্ধারকরা ভাল বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা আসলে দিনের শেষে যে কয়টা টাকা এক্সট্রা পেতাম, সেটা দিয়ে হয়তো লোকসানটা কিছুটা কমিয়ে আনা হত। সেটার গ্যাপটা এখন আরো বাড়বে।” তাই নিশ্চিতভাবেই ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আরও বেশি ক্ষতির মুখে পড়বেন বলে জানান মি. রুবেল। তিনি বলেন, বর্তমানে পোশাক শিল্পে বড় কোম্পানিগুলো তাদের কারখানা বা ইউনিট বাড়াচ্ছে। বড় মাপের বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু ছোট বা মাঝারি আকারে কোনও বিনিয়োগ হচ্ছে না। নতুন এই সিদ্ধান্তের পর এ ধরণের উদ্যোক্তা তৈরি হওয়ার হার আগের তুলনায় আরও কমবে বলেও মনে করেন তিনি। “নতুন বিনিয়োগের উপর প্রভাব পড়বে, লোকসানের পরিমাণ বাড়বে, দীর্ঘমেয়াদে গার্মেন্টস বন্ধের সংখ্যাও বাড়তে পারে,” বলেন তিনি। বিজিএমই এর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল আরও জানান, বর্তমান প্রবৃদ্ধিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছিল নতুন বাজার বা অপ্রচলিত বাজার। কারণ আমেরিকা ও ইউরোপের বাজার মন্থর হয়ে গিয়েছিল। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে, অপ্রচলিত বাজারে পোশাক রপ্তানি ১২.২৮% বেড়ে ৪.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। প্রধান অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াতে রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, ভারতে পোশাক রপ্তানি কমেছে।

মি. রুবেল বলেন, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াতে নতুন বাজার গড়ে উঠেছিল। ভারতের বাজারে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ভাল করছিল এবং এ কারণেই এই বাজারের প্রতি ব্যবসায়ীদের আগ্রহও বাড়ছিল। "এই সার্কুলারে অপ্রচলিত বাজার থেকে প্রণোদনা বাদ দিয়ে দিছে। তাতে যেটা হবে, যারা ওইখানে কনসেনট্রেট করছিল বিকল্প মার্কেটে ... আমরা সবসময় বলি না, বিকল্প মার্কেট, বিকল্প প্রডাক্টে যাও, সেই ইনস্পিরেশন বা অনুপ্রেরণাটা মালিকরা এখন লুজ করে ফেলবে।" অপ্রচলিত বাজারে আর কোনও প্রণোদনা না থাকলে তার প্রভাব এই বাজারগুলো নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর পড়বে বলেও মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, "পোশাক উৎপাদনকারীরা এখানে আর রপ্তানি করার উৎসাহটা পাবে না। কারণ নতুন বাজারে রপ্তানি করলে তো একটা (নগদ প্রণোদনা) পেত।" অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, যিনি তৈরি পোশাক খাত নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন, তিনি কিন্তু মনে করছেন এই পদক্ষেপ অবধারিত ছিল। মি মোয়াজ্জেম বলেন, "প্রণোদনা যেহেতু ভর্তুকির একটি অংশ, তাই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার এ বিষয়ে একটি নিয়ম রয়েছে। আর তা হচ্ছে কোনও পণ্যের ক্ষেত্রে ২%-এর বেশি ভর্তুকি দেয়া যাবে না। সেই বিবেচনায় অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে যে হারে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে তা আসলে কমিয়ে আনতে হবে।" তিনি বলেন, "স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটা আসলে একটা নীতিগত বাধ্যবাধকতা। এটা মানতেই হবে।" তিনি মনে করেন, সরকারি এই সিদ্ধান্ত এই শিল্পের উপর আসলে তেমন কোনও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। এর পক্ষে যুক্তি হিসেবে তিনি বলেন, প্রথমত গার্মেন্টস খাত দীর্ঘদিন ধরে এই সুবিধা পেয়ে আসছে। তাই এই প্রণোদনা যে তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে ভূমিকা রাখে তা বলার সুযোগ নাই। কারণ এই খাত আর প্রাথমিক অবস্থায় নেই। এই প্রণোদনা হয়তো উদ্যোক্তার মুনাফায় কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেয়। "এই ধরণের ইনসেনটিভগুলো যদি প্রাপ্যতার যুক্তিতে ধরেন তাহলে অন্য অনেক ইমার্জিং সেক্টর রয়েছে তাদের বরঞ্চ এই ধরণের ইনসেনটিভগুলো পাবার কারণ রয়েছে, যেটা হয়তো গার্মেন্টসের নেই", বলছিলেন তিনি। সাধারণত কোনও খাত প্রাথমিক অবস্থায় থাকার সময়, প্রতিযোগিতার সক্ষমতায় চ্যালেঞ্জ থাকলে বা নতুন ক্রমবর্ধমান অবস্থায় থাকলে সেসব খাতকে উৎসাহিত করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই ধরনের প্রণোদনা দেয়া হয়। সেই বিবেচনায় তিনি মনে করেন, যে উদ্দেশ্যে এই খাতকে এই প্রণোদনা দেওয়া হয়, এটি না দিলেও এই খাত সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে। তাই এই খাত থেকে এই প্রণোদনা প্রত্যাহারের যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করেন তিনি। দ্বিতীয়ত, তৈরি পোশাক খাতে এই প্রণোদনাগুলো নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে। ব্যাংক থেকে এই প্রণোদনা আদায়ের ক্ষেত্রে এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী তৈরি হয়। তারা এই প্রণোদনার একটি অংশ রেখে দেয়। বাকিটা উদ্যোক্তারা পান। তবে সেটাও সময় মতো পান না, অনেক বছর পরে পান। তিনি বলেন, "এখান থেকে অনুমান করা যায় যে, এই ধরণের প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে যে ধরণের 'ইমপ্যাক্ট' বা ফল পাওয়ার যুক্তি দেখানো হয়, সেটা আসলে এই খাতে খুব একটা কাজ করছে না। আর প্রণোদনা পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রক্রিয়াগত নানা চ্যালেঞ্জ থাকার কারণে এটা যে খুব ইম্প্যাক্টফুল, তা বলা যাবে না।"

অর্থনীতিবিদ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম আরও বলেন, এই প্রণোদনা যেহেতু ধাপে ধাপে প্রত্যাহার বা কমিয়ে আনা হবে, তাই এটির নেতিবাচক প্রভাবের শঙ্কা থাকলেও সেটি এড়ানো সম্ভব। প্রণোদনা কমিয়ে আনা ২০২৪ সাল থেকে শুরু হচ্ছে এবং ২০২৬ সাল পর্যন্ত সময় রয়েছে। তাই এই দুই বছরে যদি একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করে এগোনো যায় এবং এটি প্রত্যাহার করা হলে কী ধরনের চাপ পড়বে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে চূড়ান্ত প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা পরিবর্তন আনার কথা ভাবতে পারবে বলে মনে করেন তিনি। তিনি মনে করেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য যে এক শতাংশ প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে, সেটি যত পরে গিয়ে প্রত্যাহার করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে এই উদ্যোক্তারা কিছুটা সময় পান। এক্ষেত্রে সরকারের ঋণ সহায়তা, গ্রিন ফান্ডের সহায়তা এবং বিদেশি বিনিয়োগ কাজে লাগানো যেতে পারে বলে পরামর্শ দিচ্ছেন এই অর্থনীতিবিদ।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ১.২.২৪ রিহাব)

বাংলাদেশে নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল যেসব আলোচিত বই

বাংলাদেশে নানা সময় ইতিহাস বিকৃতি, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, রাজনৈতিক বিতর্ক বা অশ্লীলতা – এমন সব কারণ দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও বইকে নিষিদ্ধ বা মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিতরণ ও বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, কোনোটি আবার প্রকাশের পর করা হয়েছিল বাজেয়াপ্ত। এসব বইয়ের মধ্যে ফিকশন, নন-ফিকশন উভয় ধরনের বইই রয়েছে। সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি কিংবা প্রকাশকদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ এবং বাজেয়াপ্ত এসব বইয়ের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে একক কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে প্রকাশনা খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে নিষিদ্ধ বইয়ের সংখ্যা অনেক নয়।এর মধ্যে একাধিক বই নিষিদ্ধ হওয়ার পর মামলা করে আদালতের রায়ে পরবর্তীতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটেছে। অবিভক্ত ভারতে একসময় বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বেশ কয়েকটি বই নিষিদ্ধ হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বই নিষিদ্ধ হয় নব্বইয়ের দশকে।

তবে, স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই কবিতা লিখে আলোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়ে এক পর্যায়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন কবি দাউদ হায়দার। সেসময় দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে একটি মামলাও করা হয়। আলোচিত 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায় কালো বন্যায়' নামে কবিতাটি ১৯৭৪ সালে দৈনিক

সংবাদ পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ছাপা হয়েছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হওয়া কয়েকটি বই সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের লেখা 'নারী' বইটি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যেসব বই নিষিদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আলোচিত নন-ফিকশন বই। এটি ১৯৯২ সালে একুশে বইমেলায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নারীবাদ নিয়ে লেখা ৪০৮ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর পরই ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। বইটি ইসলাম ধর্ম এবং ধর্মবিদ্বেষী বলে অভিযোগ করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের একজন কর্মকর্তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেন। এরপর ১৯৯৫ সালের ১৯শে নভেম্বর তৎকালীন সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। বইয়ের প্রকাশক আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ওসমান গণি বিবিসিকে বলেছেন, "নারী বইটা অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখনকার বিএনপি সরকার যে দিন চলে যাবে সে-ই দিন বইটা নিষিদ্ধ করে দিয়ে যায়।" এরপর সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেছিলেন। "কষ্টের জায়গা এটা যে সাড়ে তিনটা বছর আমাদের কোর্টে ঘুরতে হইছে। কোর্টে গেলে তো একদিনে মামলা শেষ হয় না। মামলা লড়তে টাকার হিসাব করি নাই", বলছিলেন মি. গনি। সাড়ে চার বছরের আইনি লড়াই শেষে ২০০০ সালের সাতই মার্চ বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞার আদেশ অবৈধ বলে রায় দেয় আদালত। আগামী প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মি. গণি বলেন, "সাড়ে তিনটা বছর বইটা বাজারে ছিল না। অথচ রায় হলো বইতে কোনো অশ্লীলতা নেই। রায়ের পর আবার বইটা বাজারে দেই আমরা।" মি. গণি জানান, "এখন বইয়ের উপরে লেখাই আছে, সাড়ে তিন বছর নিষিদ্ধ থাকার পর পুনরায় প্রকাশিত।" অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ তার বহুমাত্রিক লেখালেখির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে তার আরো কয়েকটি বই নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা-বিতর্ক হয়েছে। বিশেষ করে তার 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' উপন্যাস প্রকাশের পর ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন তার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলো। দুই হাজার চার সালের ফেব্রুয়ারিতে একুশে বইমেলা থেকে ফেরার পথে তাকে কুপিয়ে জখম করেছিলো একদল সন্ত্রাসী। এরপর চিকিৎসা নিয়ে কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ওই বছরেই অগাস্টে তিনি বৃত্তি নিয়ে গবেষণার জন্য গিয়েছিলেন জার্মানিতে। সেখানেই কয়েকদিন পর তার মৃত্যু হয়েছিল।

ভারতে বসবাসরত বাংলাদেশি নারীবাদী লেখক তসলিমা নাসরিনের বেশ কয়েকটি বই নিষিদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশে। তার লেখা 'লজ্জা' উপন্যাসটি ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়, এবং প্রকাশনার ছয় মাসের মাথায় বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই বইটিকেই বাংলাদেশে প্রথম নিষিদ্ধ বই হিসেবে দাবি করা হয়। উপন্যাসটি ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিলো। ১৯৯৩ সালের ১১ই জুলাই এক সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, "জনমনে বিভ্রান্তি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটানো এবং রাষ্ট্রবিরোধী উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রকাশের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো তসলিমা নাসরিনের লজ্জা উপন্যাসটি।" নিষিদ্ধ হওয়ার আগে বইটি প্রায় ৫০ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন প্রকাশনা শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সেসময় পেশায় চিকিৎসক এই লেখকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ইসলামপন্থী বেশ কয়েকটি দল তার তীব্র সমালোচনা করে রাজপথে মিটিং-মিছিল করে লেখকের ফাঁসি দাবি করে। এক পর্যায়ে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। ভারতেও তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছিল, বিশেষ করে যখন থেকে তিনি ভারতে অবস্থান করতে শুরু করেন। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের কয়েকটি রাজ্য, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং ভুটানেও এই বইটি নিষিদ্ধ হয় পরবর্তীতে। তসলিমা নাসরিনের লেখা আরেকটি বই 'ক' ২০০৩ সালে প্রকাশিত এবং নিষিদ্ধ হয়। লেখক বইটিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলে বর্ণনা করেছেন। বইয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে তার নিজের ওপর ঘটা যৌন নিপীড়নের কথা তুলে ধরেছেন। এতে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন পরিচিত লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করেছিলেন তিনি। অভিযুক্তরা সবাই যৌন নিপীড়নের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাদের মধ্যে একজন তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টাকার একটি মানহানির মামলা করেছিলেন, এবং মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বই বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দেয় আদালত। পরে ২০১৫ সালে সে মামলাটি আদালত খারিজ করে দেয়। এই বইটির প্রকাশক চারদিক প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মেজবাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "সরকার বইটি নিষিদ্ধ করেনি। আদালতের আদেশে বই বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়। সে সময় পুলিশ বিভিন্ন ছাপাখানা থেকে বইগুলো নিয়ে যায়।" মি. আহমেদের দাবি, চাইলে 'ক' বইটি তিনি এখন প্রকাশ করতে পারেন। মামলার ১৪ বছর পর তা খারিজ হওয়ায় এখন বই ছাপতে বাধা নেই, মনে করেন তিনি। সে সময় কলকাতায় বইটি 'দ্বিখণ্ডিত' নামে প্রকাশিত হয়। সেখানেও আদালতের আদেশে প্রাথমিকভাবে তা নিষিদ্ধ ছিল। পরে সেটি বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেয়া হয়। বাংলাদেশে ১৯৯৯ সালের মার্চে 'আমার ফাঁসি চাই' নামক একটি বই প্রকাশিত হয়, এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। বইয়ের মাধ্যমে লেখক মতিয়ুর রহমান রেনটু ইতিহাস বিকৃতি এবং রাজনৈতিক বিতর্ক ছড়িয়েছেন এমন অভিযোগে বইটি নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর ২০২০ সালে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি সভাপতি কর্নেল (অব.) অলি আহমদের লেখা 'রেভোলিউশন, মিলিটারি পারসোনেল অ্যান্ড দ্য ওয়ার অব লিবারেশন ইন বাংলাদেশ' নামে একটি বই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। বিএনপির সাবেক নেতা মি. আহমদের বইটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগে নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেয় আদালত। কোনও বই নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্তের নির্দেশ যখন দেয়া হয় তখন কর্তৃপক্ষ কারণ ব্যাখ্যা করে। এটি কেবল বাংলাদেশেই ঘটে, তেমন নয়।

পৃথিবীর অনেকে দেশে অনেক নামী লেখকের কিংবা পাঠকপ্রিয় বই নিষিদ্ধ হওয়ার উদাহরণ আছে। ঠিক এই মুহূর্তে উত্তর কোরিয়া এবং সৌদি আরবে খ্রিস্টান ধর্মের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেল নিষিদ্ধ। ইতিহাসবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনতাসির মামুন মনে করেন, "কোনো সরকারের মর্জি, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরে নির্ভর করে একটি বই নিষিদ্ধ করা হবে কি না।" কিন্তু কোনো প্রকাশিত বই নিয়ে আপত্তি উঠলে ব্যবস্থা নেয় সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ? এ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলেছে বিবিসি বাংলা। জানা যাচ্ছে এ সংক্রান্ত একক কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুই বিভাগ জানিয়েছে, এটি তাদের কাজ নয়। যদিও লেখক, গবেষক এবং প্রকাশকরা বলছেন বিভিন্ন সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকেই নিষিদ্ধের প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এদিকে, সংস্কৃতি ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানা গেছে, বই নিয়ে বিভিন্ন সময় যখন অভিযোগ ওঠে, তখন আলাদা আলাদা বিভাগ বা অধিদপ্তর এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়। এর মধ্যে রয়েছে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, পাবলিক লাইব্রেরি, নজরুল ইন্সটিটিউটের মতো বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। 'নারী' বইটি যখন নিষিদ্ধ করা হয়, তখন প্রথমে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সে উদ্যোগ নেয়া হয়। পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন দেয়া হয়। তসলিমা নাসরিনের বইয়ের প্রকাশনা সংস্থা চারদিক প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মি. আহমেদ বলেছেন, লেখকের 'আমার মেয়েবেলা' এবং 'উতল হাওয়া' নামে বই দুইটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এছাড়া প্রতি বছর বাংলাদেশে একুশে বইমেলার সময় মেলা-কেন্দ্রিক একটি বিশেষ টাস্কফোর্স কাজ করে। যার কাজ কোনো বই নিয়ে অভিযোগ উঠলে তা যথাযথ কমিটিকে জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া। বাংলা একাডেমি শুধু বইমেলা কেন্দ্রিক বইগুলোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়। বাকি ১১ মাস কোনও বই সম্পর্কে অভিযোগ উঠলে তা নিয়ে বাংলা একাডেমি পদক্ষেপ নিতে পারে না। বাংলা একাডেমির একজন পরিচালক কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "বাংলা একাডেমি শুধু বইমেলা কেন্দ্রিক বইকে সতর্ক বা নিষিদ্ধ করে। একটি টাস্কফোর্স থাকে, যারা বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে সেসব বই সংগ্রহ করে কমিটির কাছে জমা দিলে সেগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়। স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কোনও বই মেলায় এলে সে বিষয়ে তখন পদক্ষেপ নেয়া হয়।" বাংলা একাডেমির দেয়া তালিকায় দেখা গেছে, ২০২৩ সালে চারটি বই মেলা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, এসব বই আসলে নিষিদ্ধ নয়, শুধুমাত্র মেলা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিলো। ওই বইগুলো এখনো অনলাইন বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ :১.২.২৪ রিহাব)

গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে, তা গোপন রাখতে নীতিমালা যে কারণে

বাংলাদেশে সন্তান জন্মের আগে গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে, তা নিয়ে উদ্বেগে থাকে অনেক পরিবার। দেখা যায়, লিঙ্গ পরিচয় জানতে আল্ট্রাসনোগ্রাম করানোর সময় মেয়ে সন্তান হবে এমনটা জানলে অনেক পরিবারের সদস্যই আশাহত হন বা ভেঙে পড়েন। এমনকি সে সব ক্ষেত্রে গর্ভবতী মা শ্বশুরবাড়িতে শারীরিক, মানসিক বা নানা ধরনের অত্যাচারেরও শিকার হয়, যা তার প্রেগন্যান্সিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। এমন সামাজিক প্রেক্ষাপটেই দেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সম্প্রতি একটি নীতিমালা তৈরি করে হাইকোর্টে জমা দিয়েছে। এই নীতিমালা চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইশরাত হাসান। ২০১৮ সালে নিজের গর্ভকালীন সময়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অন্যদের যে অভিজ্ঞতা দেখেন তার ভিত্তিতেই এই আবেদন করা হয় বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, "ঢাকার একটি ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকে ২০১৮ সালে নিজের গর্ভজাত সন্তানের অবস্থা দেখতে আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে যাই। ওই রুমে থাকা অবস্থায় আরেকজন মহিলাকে আল্ট্রাসনোগ্রাম করানো হচ্ছিলো তখন। তার সাথে থাকা মহিলা বারবারই সন্তান ছেলে না মেয়ে জানতে চাচ্ছিলো। যখন তাকে জানানো হয় মেয়ে, কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বাইরে চলে যান তিনি।" ঐ আইনজীবী জানান, ঐ রুম থেকে বের হয়ে জানতে পারেন ঐ ঘটনার আগেও গর্ভে কন্যা শিশু থাকায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন পরিবারের অন্যরা, এমন ঘটনা আগেও আরও আনেক ঘটেছে। পরবর্তীতে ২০২০ সালের ২৬ জানুয়ারি গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় শনাক্তকরণের পরীক্ষা ও পরিচয় প্রকাশ বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে রিটটি করা হয়। এরপর ঐ বছরই নীতিমালা তৈরি করতে রুল দেয় আদালত। আইনজীবী ইশরাত হাসান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমাদের দেশে সাধারণত ছেলে শিশুর আকাঙ্ক্ষাই বেশি থাকে। গ্রামে এ ঘটনা আরো বেশি। আল্ট্রাসনোগ্রামে শিশুর পরিচয় মেয়ে জানতে পারলে গর্ভবতী নারীর উপর আরো অত্যাচার নেমে আসে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা দেখা গেছে অনেক মহিলারাও চান না তার গর্ভের সন্তান মেয়ে হোক। বাংলাদেশে যেমন চাইলেই আল্ট্রাসনো করে জানা সহজ, কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশেই এটা নিষিদ্ধ", বলছিলেন তিনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বেসরকারি চাকুরীজীবী নারী বিবিসি বাংলাকে নিজের গর্ভকালীন তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানান। ২০২০ সালে দ্বিতীয়বারের মতো গর্ভধারণ করেছিলেন তিনি। তার স্বামী বাংলাদেশের একজন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা, যিনি র‍্যাবের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত। তিনি বলেন, "পাঁচ মাসের গর্ভকালীন সময়ে স্বামীর সাথে আমি ঢাকার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আল্ট্রাসনোগ্রাম করাতে যাই। তখন আমার স্বামী বার বার ডাক্তারের কাছে জানতে চায় ছেলে হবে না কি মেয়ে। কারণ ছেলে হলে ঐ সন্তান রাখবেন নতুবা গর্ভপাত করাবেন।"

ঐ ভুক্তভোগীর ভাষ্য অনুযায়ী, যখন তাকে বলা হল গর্ভের সন্তান মেয়ে তখন তার স্বামী তাকে জানায় মেয়ে বাচ্চা রাখা যাবে না, নষ্ট করে ফেলতে হবে। এমনকি গর্ভপাত করাতে মগবাজারে একটি হাসপাতাল, ডাক্তার সব ঠিক করে রাখেন তার স্বামী। আল্ট্রাসনোগ্রামের পরে বাসায় এসে তাকে গর্ভপাত করাতে আরো মানসিক অত্যাচার করা হয়। এক

পর্যায়ে তার পেটে, কোমরে লাথি মারেন তার স্বামী। পরে তিনি নিজেকে বাঁচাতে বাথরুমে গিয়ে দরজা আটকে ফেলেন। বাথরুম থেকে '৯৯৯' এ ফোন করে পুলিশের সহায়তা চান ঐ ভুক্তভোগী। তিনি বলেন, "প্রথমে স্বামী পুলিশ কর্মকর্তা এ কথা তাদের বলিনি। লোকেশন বলেছি রমনা। পরে তারা যখন পুলিশ অফিসার্স মেসে রয়েছি জানতে পারে আমাকে বলে সেখানকার রিসিপশনে ফোন দিয়ে সাহায্য চাইতে। কারণ এটা বিভাগীয় ব্যাপার। আবারো অনুরোধের পর তারা আসতে রাজি হয়। এ সময় রুমের ভেতর থাকা আমার স্বামী সব শুনছিল। পরে পুলিশ এসে বের হতে বললে আমি বাথরুম থেকে বের হই", বলছিলেন ঐ ভুক্তভোগী। পরে তিনি রমনা থানায় মামলা করেন। যেই মামলায় তার স্বামী তিন মাস কারাভোগ করেছেন বলে জানান তিনি। একই সাথে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলছে। চাকরি থেকে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অনুমোদনের পর "ন্যাশনাল গাইডলাইন রিগার্ডিং প্যারেন্টাল জেন্ডার সিলেকশন ইন বাংলাদেশ" নামে নীতিমালাটি হাইকোর্টে জমা দিয়েছে। যে নীতিমালাটি করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, 'কোনও ব্যক্তি, হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ল্যাবরেটরি কোনও লেখা বা চিহ্ন অথবা অন্য কোনও উপায়ে শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে না। এ বিষয়ে কোনও রকম বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। ডাক্তার, নার্স, পরিবার পরিকল্পনা-কর্মী, টেকনিশিয়ান কর্মীদের নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় প্রশিক্ষণ দেবে। এছাড়া নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ বিষয়েও ট্রেনিং দেওয়া হবে।" এই নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, "হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার-সহ মেডিকেল সেন্টারগুলো এই সংক্রান্ত সব ধরনের টেস্টের তথ্য সংরক্ষণ করে রাখবে। ডিজিটাল ও প্রিন্ট মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা ও কন্যা শিশুর গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন ধরণের মেসেজ প্রচার করবে হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার-সহ মেডিকেল সেন্টারগুলো'। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হল, গর্ভাবস্থার যে কোনও সময়ে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য প্রি-নেটাল ডায়াগনসিস পদ্ধতি এবং প্রি-নেটাল ডায়াগনসিস টেস্টের অপব্যবহার রোধ করা। পাশাপাশি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্বাচনের জন্য প্রজনন চিকিৎসার অপব্যবহার রোধে সচেতনতা তৈরি করা। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হল লিঙ্গ সমতা এবং কন্যা শিশুদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সচেতনতা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করা।

এছাড়াও বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের 'পেশাদার আচরণবিধি, শিষ্টাচার এবং এথিকস' এর বিষয়ে মূল স্টেকহোল্ডারদের সংবেদনশীল করাও এই নীতিমালার লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিভাগের অধ্যাপক রেজাউল করিম কাজল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিএমডিসির কোড অব এথিকস অনুযায়ী, শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু রোগী ও তার স্বজনদের পীড়াপীড়িতে তা বলা হয় নতুবা তারা অভিযোগ করেন। তবে চিকিৎসকরা মুখে বলেন, লিখিতভাবে কিছু দেন না।" মি. কাজল মনে করেন, "শুধু নীতিমালা হলেই হবে না। আইনে শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। যিনি জিজ্ঞেস করবেন ও যিনি বলবেন উভয়ের জন্যই পানিশমেন্ট থাকতে হবে।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের ২০১৯ সালে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ২৮ শতাংশ মহিলা প্রথম সন্তান হিসেবে ছেলে চায়। যা পুরুষদের ক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ। ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেখা যায়, লিঙ্গ ভিত্তিক পছন্দে ছেলে সন্তান হোক, তা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশী নারীদের পছন্দে কীভাবে ছেলে সন্তান প্রাধান্য পায় তা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে। ছেলে বেশি পছন্দ হওয়ার কারণে লিঙ্গ ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে। যদিও দেশে এখনও ছেলেদের পছন্দেই ফার্টিলিটির সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, 'জেন্ডার বেইজড সেক্স সিলেকশন' একটা ক্ষতিকর জেন্ডার নির্ধারণের ধারণা। এই ক্ষতিকর ধারণা পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষতান্ত্রিক বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। যাতে উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। এই কারণগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সন্তান জন্মদানের উর্বরতা হ্রাস এবং লিঙ্গ শনাক্তকরণ প্রযুক্তিও থাকতে পারে। ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, এই 'জেন্ডার বেইজড সেক্স সিলেকশন' বা 'জিবিএসএস' ক্ষতিকর প্রাকটিস হিসেবে স্বীকৃত। যা নারীর মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে।

অসম শ্রেণির সম্পর্ক, পিতৃতন্ত্র, যৌতুক প্রথা, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, নারীর উপর চাপ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, ঐতিহ্যগত লিঙ্গ ভূমিকাও বাংলাদেশের মানুষকে ছেলে কামনা করতে বাধ্য করে। একই সাথে মেয়ে শিশুর মূল্যকে ক্ষুণ্ন করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতার কারণও ছেলে পছন্দ করার জন্য হয়। ২০১৯ সালের এই গবেষণায় প্রকাশ করা হয়, মহিলারা অপমান, যত্নের অভাব, অতিরিক্ত চাপ এমন কী শারীরিক সহিংসতা-সহ বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণের মুখোমুখি হন। এই সব কারণের সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে পরিবারের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট হচ্ছে, নিম্ন উর্বরতার হারও বাড়ছে। এর ফলে 'জেন্ডার বেইজড সেক্স সিলেকশন' এর চাপ আরো বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। এছাড়াও প্রযুক্তির প্রাপ্যতা এই জিবিএসএস, আলট্রাসাউন্ড, অন্যান্য লিঙ্গ নির্ধারণের প্রযুক্তি, গর্ভপাত, গর্ভ নিরোধক পদ্ধতি এবং অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের পর গর্ভপাতের বিস্তৃত সুযোগ তৈরি করতে পারে। ফলে উর্বরতা হ্রাস ও প্রযুক্তির প্রাপ্যতা এই 'জেন্ডার বেইজড সেক্স সিলেকশন'বা 'জিবিএসএস' এর সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোকে আরো জটিল করে তুলেছে। চীন ও ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পেটে থাকা সন্তানের লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জমা দেওয়া নীতিমালার উপর হাইকোর্টে আগামী সপ্তাহে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানান রিট দায়েরকারী আইনজীবী ইশরাত হাসান।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১.২.২৪ রিহাব)

প্যাকেজের দাম কমিয়েও কোটা ভরছে না, হজ করতে কত টাকা খরচ হয় ?

তিন দফা বাড়িয়ে পহেলা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিলো বাংলাদেশ থেকে হজের নিবন্ধনের সময়সীমা। কিন্তু শেষদিনে এসে দেখা যাচ্ছে নিবন্ধন করেছেন প্রাপ্ত কোটার অর্ধেকের কিছু বেশি। ইতোমধ্যেই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কাছে নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করেছে হাব। বর্ধিত খরচের কারণে মুসলমানদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই ‘ফরজ’ অনেকের সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। অথচ সরকারি ও বেসরকারি দুই খাতেই গত বছরের তুলনায় প্যাকেজ মূল্য কমিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল। সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে যাওয়ার সর্বনিম্ন প্যাকেজ প্রায় পাঁচ লাখ ৭৯ হাজার টাকা ধার্য করা হয়। আর, বেসরকারিভাবে সর্বনিম্ন প্যাকেজ প্রায় পাঁচ লাখ ৯০ হাজার টাকা। বাংলাদেশ থেকে ২০২৩ সালে সরকারিভাবে হজ প্যাকেজের খরচ ধরা হয়েছিলো ছয় লাখ ৮৩ হাজার টাকা। বেসরকারি প্যাকেজে খরচের সর্বনিম্ন সীমা ছয় লাখ ৭২ হাজার টাকা স্থির করা হয়। দেখা যাচ্ছে দুই ব্যবস্থাপনায়ই প্রায় ৯০ হাজার টাকা করে কমানো হয়েছে ব্যয়। তবুও শেষ দিনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টালে মোট নিবন্ধিত হজ যাত্রীর সংখ্যা ৭৮ হাজারের কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে সরকারি মাধ্যমে চার হাজার ১৬৫ জন আর বেসরকারিভাবে ৭৪ হাজার ৪৫৫ জন নিবন্ধন করেছেন। তবে হজ অ্যাজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, হাব-এর সভাপতি শাহাদত হোসাইন তসলিম বিবিসি বাংলাকে জানান, “এবারের যে লক্ষ্যমাত্রা সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। যে কোনো কারণেই হোক এ বছর হজযাত্রীদের আগ্রহ কিছুটা কম।” এ বছর বাংলাদেশিদের জন্য কোটা রাখা হয় এক লাখ ২৭ হাজার ১৯৮টি। যার মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ১০ হাজার ১৯৮ এবং এক লাখ ১৭ হাজার। হাব সভাপতি মি. তসলিম নিবন্ধন পর্যাপ্ত না হওয়ার জন্য সার্ভার জটিলতাকেও দায়ী করেন। জানান, “বুধবার সারাদিন সার্ভার ডাউন ছিল। এ কারণে অনেকেই নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারেননি”। ধর্ম মন্ত্রণালয় ২০২৪ সালের হজের খরচের যে হিসাব দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বাড়ি ভাড়া, বিমান টিকিট ও সার্ভিস চার্জ কমেছে আগের বছরের চেয়ে। এ বছর বিমান ভাড়া এক লাখ ৯৪ হাজার ৮০০ টাকা, যা ২০২৩ সালে ছিল এক লাখ ৯৭ হাজার ৭৯৭ টাকা। এবার মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া এক লাখ ৬৯ হাজার ৪১০ টাকা। এই খাতে গত বছর হাজিদের দুই লাখ ৪ হাজার ৪৪৫ টাকা ব্যয় করতে হয়েছিলো। ২০২৩ সালে তাঁবু, ম্যাট্রেস, বিছানা, চাদর, বালিশ কম্বল, খাবার সরবরাহে মোয়াল্লেম সেবার সার্ভিস চার্জ এক লাখ ৬০ হাজার ৬৩০ টাকা। এবার এই সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য চার্জের মোট অংক এক লাখ ২৬ হাজার ৩৮৪ টাকা। এর বাইরে পরিবহন ব্যয় বা ভিসা ফি’র মতো খরচগুলো প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে।

কীভাবে প্যাকেজ মূল্য কমানো হলো এবার, এমন প্রশ্নে শাহাদত হোসাইন তসলিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, “হজের অনেকগুলি খরচ আছে যেগুলো নির্ধারিত। যেমন- বিমান ভাড়া কমানোর কোনো সুযোগ নেই। যেটা সরকারের নির্ধারিত থাকে সেটাই এখানে খরচ করতে হয়।” তাছাড়া, সৌদি আরবে কিছু চার্জ আছে, যেগুলো সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। “শুধুমাত্র কম্প্রোমাইজ করা যায় মক্কা, মদিনার হোটেল ভাড়ায়। আর, মিনা-আরাফায় যে তাঁবু আছে সেগুলোর ক্যাটাগরি আছে। এ, বি, সি বা ডি ক্যাটাগরি নেয়া যায়। তো আমরা এই জায়গাগুলোতেই মূলত কম্প্রোমাইজ করেছি”, যোগ করেন মি. তসলিম। তার মতে, হাজিদের কাছে হোটেলের মানের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন হোটেল মক্কা, মদিনা, হারাম শরিফের কাছাকাছি। এসব ক্ষেত্রে দূরত্বটা একটু বাড়িয়ে খরচে ভারসাম্য আনা হয়েছে। ২০২২ সালে সরকারিভাবে হজে যেতে প্যাকেজ ধরা হয়েছিল পাঁচ লাখ ২৭ হাজার ৩৪০ টাকা। গত বছর কোরবানি ছাড়া প্যাকেজের ব্যয় ধরা হয়েছিল চার লাখ ৬২ হাজার ১৪৯ টাকা। ঐ বছরে হজের খরচ দেড় লাখ থেকে প্রায় দুই লাখ ২১ হাজার পর্যন্ত বেড়েছিল। ২০২০ সালে এই প্যাকেজের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল জনপ্রতি তিন লাখ ৬১ হাজার ৮০০ টাকা।

তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছিলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছরে ডলারের দাম বৃদ্ধি, বিমান ভাড়া বেড়ে যাওয়া, সৌদি আরবে খরচ বেড়ে যাওয়ায় হজ প্যাকেজে বাড়িয়ে ধরতে হয়েছে। গত বছরের ১৬ নভেম্বর পাকিস্তানের হজ পলিসি ঘোষণা করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধর্ম বিষয়কমন্ত্রী অনিক আহমেদ। আগের বছরের তুলনায় এক লাখ রুপি কমিয়ে ১০ লাখ ৭৫ হাজার রুপি খরচ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। ডলারের বিনিময়মূল্যের হিসাবে বাংলাদেশি মুদ্রায় যা সোয়া চার লাখ টাকার সমপরিমাণ। ভারতের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হজ কমিটি অব ইন্ডিয়া প্রতি বছর হজ পলিসি ঘোষণা করে থাকে। সংস্থাটির ওয়েবসাইট থেকে জানা যাচ্ছে, এ বছর তারা সর্বনিম্ন যে হজ প্যাকেজ স্থির করেছে রাজ্য বা স্থানভেদে সেটি তিন থেকে চার লাখ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা চার থেকে সাড়ে পাঁচ লাখের মধ্যে। এসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মুসলমানদের বেশি অর্থ খরচ করতে হয় বলে প্রচার করা হচ্ছে এমন অভিযোগ করে মি. তসলিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, “এটা সঠিক নয়। ভারতের এ বছরের প্যাকেজ আমিও দেখেছি। এটা আমাদের সমান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বেশি। তাদের সরকারি প্যাকেজটা অপেক্ষাকৃত কম, কারণ সেখানে সরকার ভর্তুকি দেয়।” হাব সভাপতির ব্যাখ্যা, ভারতের হজযাত্রীরা মক্কায় আজিজিয়ায় থাকেন, যেটি প্রায় আট কিলোমিটার দূরে। “বাংলাদেশের হাজিরা থাকেন একেবারে জিরো কিলোমিটার থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে। যাতে তারা যখন ইচ্ছা স্বাধীনভাবে আসা যাওয়া করতে

পারেন।” সৌদি আরবে অন্যান্য দেশের হজযাত্রীরাও অনেক দূরে থাকেন বলে তাদের গাড়ি দিয়ে আসা যাওয়া করতে হয়। ফলে, একই বা কাছাকাছি খরচে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হাজিরা বেশি সুবিধা পান বলে মন্তব্য তার।

গত বছরের হিসাবে দেখা গেছে খরচ প্রায় সব দেশেই তুলনামূলক বেড়েছে। ইন্দোনেশিয়া থেকে একজন মুসলমানকে হজে যেতে হলে খরচ করতে হয়েছে তিন হাজার ৩০০ ডলার বা তিন লাখ ৪৭ হাজার ৩৪৭ টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বেশি। বাকিটা সরকারি ‘হজ ফান্ড ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি’ তহবিল থেকে ভর্তুকি দেয়া হয়। মালয়েশিয়ায় যেসব পরিবারের মাসিক আয় ৯৬ হাজার টাকার কম, সেইসব পরিবারের সদস্যদের জন্য সরকারিভাবে হজের খরচ ধরা হয়েছিলো দুই লাখ ১৮ হাজার ৭৫৪ টাকা। মাসিক আয় এর বেশি হলে দিতে হয় দুই লাখ ৫৮ হাজার ৬০০ টাকা। তবে, প্রাইভেট হজ প্যাকেজগুলো বাংলাদেশি টাকায় নয় লাখ টাকা থেকে শুরু হয়। সিঙ্গাপুরে হজের সবচেয়ে কমমূল্যের প্যাকেজের জন্য দিতে হয়েছে ছয় লাখ ৬০ হাজার ৯২০ টাকা।

মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় জমায়েত হচ্ছে হজ। কিন্তু কোনো দেশ তাদের ইচ্ছেমতো হজে লোক পাঠানোর সুযোগ নেই। এর কারণ হচ্ছে, কোন দেশ থেকে কত মানুষ হজে যেতে পারবেন, তার কোটা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে সৌদি আরবকে ক্রমাগত অনুরোধ করা হচ্ছিল হজের কোটা বাড়ানোর জন্য। যদিও এবার করোনা অতিমারির পরের বছরগুলোতে বাংলাদেশকে কোটা পূরণ করতেই হিমশিম খেতে হয়েছে।

২০১৯ সালে ভারত থেকে হজের কোটা বাড়ানো হয়েছে। এটি এক লক্ষ ৭০ হাজার থেকে বাড়িয়ে দুই লক্ষ করা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে এর আগে দুই লক্ষ মুসলিম হজ করতে গেলেও এবার এক লাখ ৮০ হাজারের মতো সুযোগ পাচ্ছেন। মালয়েশিয়া থেকে ২০১৯ সালে প্রায় ৩০ হাজার মুসলিম হজ পালন করতে গিয়েছিলেন। হজের জন্য যেহেতু সৌদি আরবকে বিশাল আয়োজন করতে হয় হজের কোটা নির্দিষ্ট করাটাও তাই জরুরি হয়ে পড়ে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সংগঠন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন বা ওআইসি'র একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হজের এই কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে। ওআইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রতি দশ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে এক হাজার জন হজে যেতে পারবেন। হজ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সহ-সভাপতি এ. এস. এম ইব্রাহিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, বাংলাদেশর জনসংখ্যা যেহেতু ১৬ কোটির বেশি, সেজন্য বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর এক লক্ষ ষাট হাজার মানুষ হজ করতে যেতে পারার কথা। (বিবিসি ওয়েব পেজ :১.২.২৪ রিহাব)

ভয়েস অব আমেরিকা

সীমান্তে বিজিবি সদস্য নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে বিএসএফ : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্প্রতি সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) একজন সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনায় ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে বিএসএফ ও বিজিবি একযোগে কাজ করবে। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন। তিনি আরও জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের আমন্ত্রণে তার প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফরের অংশ হিসেবে ৭ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ভারত সফর করবেন।

বৈঠকে তিস্তার পানি বণ্টনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে কি না জানতে চাইলে মুখপাত্র সেহেলী সাবরিন বলেন, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে বলে তারা আশা করছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক আরও জোরদার করতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি সহযোগিতা ও জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগসহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হবে।

উল্লেখ্য, এ বছরের ২২ জানুয়ারি ভোরে যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানার ধান্যখোলা সীমান্ত এলাকা দিয়ে চোরাকারবারিরা ভারত থেকে গোরু আনার সময় বিষয়টি টের পেয়ে বিজিবি সদস্যরা চোরাকারবারিদের ধাওয়া দিলে তারা ভারত সীমান্তে ঢুকে পড়েন। এ সময় বিজিবি সদস্য মো. রইশুদ্দীন ঘন কুয়াশার কারণে দলবিচ্ছিন্ন হয়ে যান। প্রথমে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়, তিনি বিএসএফের গুলিতে আহত হয়ে ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পরপরই বিজিবি ও বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠক করে। পরে জানা যায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঐ বিজিবি সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর ২৪ জানুয়ারি দুপুরে মো. রইশুদ্দীনের লাশ হস্তান্তর করা হয়।

বিজিবি সদস্য মো. রইশুদ্দীনের নিহত হওয়ার ঘটনায় ২২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে বিজিবি যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল জামিল স্বাক্ষরিত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বিএসএফের কাছে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানানোর পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবে তীব্র প্রতিবাদলিপি পাঠানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

বিজিবি সদস্য নিহতের ঘটনায় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তদন্তের দাবি বিএনপির

বিজিবি সদস্য মো. রইশুউদ্দীন নিহত হওয়ার ঘটনায় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তদন্ত দাবি করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। শনিবার (২৭ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে দলটির স্থায়ী কমিটি এই দাবি করে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ রক্তক্ষয়ী খেলা খেলছে অভিযোগ করে দলটির স্থায়ী কমিটি বলেছে, বিগত সাত বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ২০১ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছে। শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটি বিএসএফের গুলিতে বিজিবি সদস্য নিহত হওয়ার তীব্র নিন্দা জানায়। বিএনপির স্থায়ী কমিটি বিএসএফের ব্যাখ্যাকে অগ্রহণযোগ্য উল্লেখ করে বলেছে, কোনো বিজিবি সদস্য লুঙ্গি ও টি-শার্ট পরে চোরাকারবারি দলের সঙ্গে যেতে পারে না। "ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন মাসুমও বিএসএফের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নয়।"

উল্লেখ্য, ঘটনার পর বিএসএফ এক বিবৃতিতে দাবি করে, নিহত বিজিবি সদস্য সাদা পোশাকে চোরাকারবারিদের সঙ্গে ছিল। দলটি আরও বলেছে, বিএসএফের বিবৃতিটি বানোয়াট এবং ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের 'আধিপত্যবাদী' মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে বাহিনী কেবল তাদের হত্যাকাণ্ডকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছে। "বিএসএফের অপরাধ এবং তাদের নম্রতার মধ্যে সব সময়ই বিশাল ব্যবধান থাকে। তাদের (বিএসএফ) মনোভাব থেকে এমন ধারণা পাওয়া যায় যে, তারা এখনো আদিম ও মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।"

এতে আরও বলা হয়, রইশুউদ্দীন হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিএসএফের মনগড়া বক্তব্য বাংলাদেশের জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। "ভারতের উচ্চাভিলাষী নীতির কারণে সীমান্তে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না।"

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

কোনো রাজনৈতিক দলকে দমন করার জন্য দ্রুত বিচার আইন নয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, দ্রুত বিচার আইনকে স্থায়ী করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে এ আইন কোনো দল বা রাজনৈতিক দলকে দমন করার জন্য নয়। অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করতে আইনটি স্থায়ী করা হবে বলে জানান তিনি। আসাদুজ্জামান খান বলেন, "আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ ফল দিয়েছে। আইনটি বিরোধীদের দমনের জন্য ব্যবহার করা হবে না। তবে যারা অবরোধ করবে এবং আইনশৃঙ্খলা অস্থিতিশীল করবে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে।" বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনলাইন আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম দিনে বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) কালো পতাকা মিছিল নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আসাদুজ্জামান খান বলেন, "সংসদের প্রথম দিনে বিএনপির কালো পতাকা মিছিল করে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করা ঠিক হয়নি। এ কারণে পুলিশ বাধা দেয়। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কোনো বাধা নেই। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় এমন কোনো কর্মসূচি হতে দেওয়া হবে না।"

২৯ জানুয়ারি (সোমবার) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচিত দ্রুত বিচার আইন স্থায়ী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন করা হয়। তখন এর মেয়াদ ছিল দুই বছর। পরে কয়েকবার আইনটির মেয়াদ দুই-তিন বছর করে বাড়ানো হয়। সর্বশেষ ২০১৯ সালের ৯ জুলাই দ্রুত বিচার আইনের মেয়াদ পাঁচ বছর বাড়িয়ে সংসদে বিল পাস করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল 'আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) (সংশোধন) বিল- ২০১৯' সংসদে পাসের প্রস্তাব করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। এই আইনের মেয়াদ এ বছরের ৯ এপ্রিল শেষ হবে।

আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল, চাঁদাবাজি, যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি, যানবাহনের ক্ষতি সাধন, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট, ছিনতাই, দস্যুতা, ত্রাস ও সন্ত্রাস সৃষ্টি, অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি, দরপত্র কেনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অপরাধ দ্রুততার সঙ্গে বিচারের জন্য এ আইন। এ আইনে দোষী প্রমাণিত হলে দুই থেকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হতে পারে। প্রতি জেলায় গঠিত এক বা একাধিক দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এ আইনের মামলার বিচার চলে। দ্রুত বিচার আইনে ১২০ দিনের মধ্যে বিচারকাজ নিষ্পত্তি করার বিধান রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা না গেলে আরও ৬০ দিন সময় পাওয়া যায়।

এদিকে, বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, দেশব্যাপী বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলা দেওয়ার পর এখন গায়েবি সাজা দেওয়া হচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগে মৃত ব্যক্তি, গুম হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও সাজা দেওয়া হচ্ছে।

২০২৩ সালের ২৩ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার ফকিরাপুল এলাকায় পিকেটিং ও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল শেষে বক্তব্যে রিজভী এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, "আবারও প্রমাণিত হলো বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দেওয়া সাজা চক্রান্তমূলক এবং অবৈধ সরকারের নির্দেশেই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু গায়েবি মামলা ও গায়েবি সাজা

দিয়ে সরকারের শেষ রক্ষা হবে না। অবৈধ ক্ষমতাকে আর এক্সটেনশন করা যাবে না। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন দমানো যাবে না। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না সরকার : আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে সরকার মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান। আনিসুল হক বলেন, "ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে হয়রানি করার জন্য সরকার কিছু করছে না। তার বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না। যে মামলা হয়েছে, সেটা শ্রমিকেরা করেছিল, তারপর শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর তার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছে। আমি কেবল বলব, দেশ আমাদের সবার। নির্বাহী, আইনসভা কিংবা বিচার বিভাগ সব বিষয়ে দেশের অর্জনই দেশের মানুষের।"

আনিসুল হক বলেন, "অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও বিদেশে ছড়ানো হচ্ছে- তার (ড. ইউনূস) বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। আরও বলা হচ্ছে আমরা তাকে হয়রানির জন্য এটা করছি।" তিনি বলেন, "দুটো কথাই- সরকার ড. ইউনূসকে হয়রানির করার জন্য কিছু করছে না, সরকার ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করছে না। যে মামলা হয়েছে, সেটা শ্রমিকেরা করেছিল। এরপর শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যে অধিদপ্তর আছে, সেই ডিপার্টমেন্ট তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।"

নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মামলাকে ঘিরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হেয়প্রতিপন্ন করতে দেশে-বিদেশে যে চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটাকে পরাজিত করা হবে বলে জানান তিনি। আনিসুল হক বলেন, "কেউ আইনের উর্ধ্বে না, অপরাধ করলে সবাইকে আইনের মাধ্যমে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। আমরা বহুদিন বিচারহীনতায় ভুগেছি। আওয়ামী লীগ সরকারের চেয়ে আর কেউ বিচারহীনতার শিকার হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেয়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতির শিকার আর কেউ হয়নি। যে কারণে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝি, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এ দেশ থেকে দূর হওয়া দরকার।" আনিসুল হক আরও বলেন, "আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলেই কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং শ্রমিকেরা তাদের অধিকার পাচ্ছেন। বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠানকে হেয়প্রতিপন্ন করতে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যে চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটাকে আমরা ডিফিট (পরাজিত) করব।" তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের বিচার বিভাগ এবং সর্বপরি বাংলাদেশের মর্যাদা ও গণতন্ত্র, ন্যায়বিচারের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করার জন্য একটা মামলাকে কেন্দ্র করে কিছু অপপ্রচার হচ্ছে। আপনারা জানেন, আমি আইনমন্ত্রী হিসেবে গেল ১০ বছর একটি বিষয় সবসময় মেনে চলেছি, সেটা হচ্ছে কোনো বিচারাধীন মামলা নিয়ে আমি কোনো কথা বলি না। কিন্তু যেখানে সরকার, বিচার বিভাগ ও দেশের ব্যাপার জড়িত, সেখানে যখন দেশের মর্যাদা হেয় করার প্রচেষ্টা চলে, তখন আমরা নিশ্চুপ থাকতে পারি না।"

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আইনে যে মামলা করা হয়েছিল, তার কার্যাবলী ও পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা করার জন্যই এই সংবাদ সম্মেলন করা হয় বলে জানান তিনি। আনিসুল হক বলেন, "বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী, যেকোনো কোম্পানি নিয়ে অভিযোগ থাকলে, যদি মনে হয় তারা আইন লঙ্ঘন করছে, তবে একজন পরিদর্শক সেটা পরিদর্শন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে ২০২০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি শ্রম বিভাগের পরিদর্শক শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী প্রথমে গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শন করেন।" তিনি আরও বলেন, "সেখানে তিনি কিছু আইনের লঙ্ঘন হচ্ছে বলে জানতে পেয়েছেন। পরে ১ মার্চ গ্রামীণ টেলিকমকে চিঠি দেন। এসব ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কী এবং এসব লঙ্ঘন যাতে তারা শুধরে নেন, সেটা বলেন।"

গ্রামীণ টেলিকমের জবাব প্রসঙ্গে আনিসুল হক বলেন, তাদের যে জবাব ছিল, তাতে শ্রম অধিদপ্তর সন্তুষ্ট না হয়ে ২০২১ সালের ১৭ অগাস্ট আবারও গ্রামীণ টেলিকম পরিদর্শন করে। সেখানেও একই আইনের ব্যত্যয় দেখা দেওয়ার পর ১৯ অগাস্ট একটি চিঠি দিয়ে আইন লঙ্ঘন হচ্ছে বলে শুধরে নিতে বলেন। কিন্তু গ্রামীণ টেলিকমের জবাব যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত হয়নি। এমন অবস্থায় ড. ইউনূস এবং গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে ৯ সেপ্টেম্বর মামলা করা হয়েছে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

একুশে বইমেলা উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের বইপ্রেমী ও প্রকাশকদের মাসব্যাপি অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানী ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে বইমেলার উদ্বোধন করেন তিনি। অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বইমেলার আয়োজন করছে বাংলা অ্যাকাডেমি। এর আগে বাংলা অ্যাকাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ (বাংলা অ্যাকাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩) বিতরণ করেন শেখ হাসিনা। ১১টি ক্যাটাগরিতে ১৬ জনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি। পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রত্যেককে পুরস্কারের অর্থের চেক, ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেওয়া হয়।

এ ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী বাংলা অ্যাকাডেমি প্রকাশিত 'কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: খণ্ড-২' ও 'প্রাণের মেলায় শেখ হাসিনা' শীর্ষক দুটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলা অ্যাকাডেমির সভাপতি কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। প্রতি কর্মদিবসে বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা এবং ছুটির দিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য মেলা উন্মুক্ত থাকবে। তবে রাত সাড়ে ৮টার পর সব প্রবেশপথ বন্ধ

করে দেওয়া হবে। এ ছাড়া ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সকাল ৮টায় মেলাপ্রেমীরা প্রদর্শনীতে প্রবেশ করতে পারবেন। বইমেলায় ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯৩৭টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলা অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে ১২০টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭৩টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৫১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৬৪টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মেলায় ৩৭টি প্যাভিলিয়ন রয়েছে (অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে একটি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যান শাখায় ৩৬টি)।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের অভিযোগ করেছেন একই বিভাগের ছাত্রী। বুধবার (৩১ জানুয়ারি) উপাচার্যের কার্যালয়ে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন ঐ শিক্ষার্থী। এরপরই চবি প্রশাসন যৌন হয়রানি বিরোধী সেলের প্রধান অধ্যাপক ড. জারিন আক্তারের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। অভিযোগকারী শিক্ষার্থী ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ঐ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে থিসিস করছেন।
শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শিরীন আখতার বলেন, "একটি মেয়ে আমাদের কাছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। বিষয়টি আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" লিখিত অভিযোগে ঐ শিক্ষার্থী জানান, "থিসিস চলাকালীন সময়ে আমার সুপারভাইজার কর্তৃক যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হই। থিসিস শুরুর পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বিভিন্ন যৌন হয়রানিমূলক যেমন- জোর করে হাত চেপে ধরা, শরীরের বিভিন্ন অংশে অতর্কিত ও জোরপূর্বক স্পর্শ করা, অসঙ্গত ও অনুপযুক্ত শব্দের ব্যবহার করেছেন। কেমিক্যাল আনাসহ আরও বিভিন্ন বাহানায় তিনি আমাকে তার রুমে ডেকে নিয়ে জোরপূর্বক জাপটে ধরতেন।" এই অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক বলেন, "এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাকে এভাবে কেনো মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে আমি জানি না।" এদিকে এ ঘটনার বিচার চেয়ে বিভাগটির একদল শিক্ষার্থী বিজ্ঞান অনুষদের সামনে বুধবার মানববন্ধন করেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপি তুলে ধরতে ডিজিটাল বই প্রকাশের উদ্যোগ নিন : প্রধানমন্ত্রী

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বই প্রকাশনা এবং অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "আমরা যদি আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে চাই, তাহলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। আমি প্রকাশকদের অনুরোধ করব, শুধু মুদ্রিত বই নয়, ডিজিটাল বইও প্রকাশ করুন।" বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বাংলা অ্যাকাডেমি প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।
প্রকাশকদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, ডিজিটাল প্রকাশক হলে বিদেশের সব মানুষের কাছে তাদের বই পৌঁছে যাবে। তিনি বলেন, "অন্য ভাষাভাষীর মানুষও বইগুলো পড়তে পারবেন।" তিনি বাংলা অ্যাকাডেমিকে অনলাইন পাঠকদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের ডিজিটাল সংস্করণ নিয়ে একটি ওয়েব পোর্টাল করারও আহ্বান জানান। ছাপানো বইয়ের পাশাপাশি অডিও ভার্সন বই পাঠাগারে সহজলভ্য করা অপরিহার্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
শেখ হাসিনা অনুবাদ সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলা অ্যাকাডেমিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "একসময় অনেকেই বিদেশি সাহিত্য অনুবাদ না করার দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু আমি অনুবাদের পক্ষে। অন্য ভাষার সাহিত্য অনুবাদ না হলে আমরা কীভাবে অন্য জাতি, দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানব ?"
শেখ হাসিনা বলেন, একইসঙ্গে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ বাংলা সাহিত্য যেমন অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে, তেমনি বাংলা সাহিত্য পড়ার সুযোগ পাবে। তিনি বলেন, "আমরা যদি আমাদের বইগুলো অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে পারি, তাহলে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বের সর্বত্র আরও দ্রুত তুলে ধরতে পারব। সুতরাং আমাদের এটি নিশ্চিত করতে হবে।" সরকারের ভিশন-২০৪১ এর কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, জনসংখ্যা, সরকার, অর্থনীতি ও সমাজকে স্মার্ট করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে স্মার্ট হবে। শেখ হাসিনা বলেন, "আমরা যদি একটি স্মার্ট সমাজ গড়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সবকিছুকে সমৃদ্ধ করতে হবে।"
এখন বইমেলা জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার পর্যায়ক্রমে এই বইমেলাকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাবে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তব্য, কর্ম এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক দরবারে নিয়ে গেছেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

রেডিও তেহরান

আমবয়ানের মধ্যদিয়ে শুক্রবার ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু, প্রস্তুত টঙ্গীর তুরাগ তীর

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তুরাগ তীরে আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। তাবলীগ-জামায়াতের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে এবারও দুইভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন করেছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তুরাগ তীরে আগামীকাল শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। তাবলীগ ও জামায়াতের বিরোধের কারণে এবারও দুইভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশ্ব ইজতেমা। প্রথম পর্বে অংশ নিচ্ছেন মাওলানা জোবায়ের অনুসারী এবং দ্বিতীয় পর্বে মাওলানা সাদ অনুসারীরা। ইতোমধ্যে ইজতেমা ময়দানের সকল প্রস্তুতিই শেষ হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে রয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

তীব্র শীতকে উপেক্ষা করে ইজতেমায় অংশ নিতে দেশের নানা প্রান্ত থেকে দলে দলে ময়দানে আসতে শুরু করেছেন মুসল্লিরা। টঙ্গীর তুরাগ তীরে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশ্ব ইজতেমায় অংশ নেবেন লাখো মুসল্লি। আগামীকাল ফজরের নামাজের পর আমবয়ানের মধ্যদিয়ে শুরু হবে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে গোটা তুরাগ পাড়। পুরোপুরি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে ইজতেমা মাঠের সার্বিক প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। ১৬০ একরের পুরো ময়দান জুড়ে টানানো হয়েছে সামিয়ানা। মুসল্লিদের সুবিধার্থে অযু, গোসলের ব্যবস্থাও রয়েছে ইজতেমা ময়দানে। প্রতিবারের মতো এবারও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি মেহমান অংশ নেবেন। তাদের জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মাহবুব আলম জানিয়েছেন, মুসল্লিদের নিরাপত্তায় নেয়া হয়েছে চার স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০১.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, নারগীস)

পুলিশ জনবান্ধব, নগরবাসীর নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করছে ডিএমপি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ৩৪ হাজার জনবল নিয়ে ঢাকাবাসীর নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজ দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তৃতায় এসব কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি:

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ৫০টি থানায় ৩৪ হাজার জনবল নিয়ে ঢাকাবাসীর নিরাপত্তায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এমনটা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিএমপির ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনবল ২ লাখ ১০ হাজারেরও বেশি। প্রতিটি পুলিশ সদস্য ৮২৫ জন মানুষকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। ডিএমপির যতোগুলো ইউনিট আছে সবগুলো সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গঠন, সাইবার ইউনিট তৈরির পাশাপাশি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার অত্যন্ত দায়ীত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

এ সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রখর রোদ কিংবা ভারী বৃষ্টিপাতের সময়ে দায়িত্ব পালন করতে সড়কে কাজ করে যাচ্ছেন ট্র্যাফিক সার্জেন্টরা এবং ট্রাফিক সদস্যরা, (স্বকণ্ঠে) : "মানে পুলিশ ৮২৫জনে নিরাপত্তা প্রদান করছে। ডিএমপির যতোগুলি ইউনিট আছে সবগুলি সুন্দর কাজ করছে। আমরা যখন জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল, তখন কাউন্টার টেরোরিজম তৈরি করেছিলাম।" (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০১.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, নারগীস)

সাগর-রুনি হত্যার তদন্তে যথেষ্ট সময় দিতে হবে : আইনমন্ত্রী

বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, সাগর-রুনী হত্যা মামলার তদন্ত শেষ করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। পুলিশ তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট না দিলে তো করার কিছু নেই। সুষ্ঠু তদন্ত করতে যতোদিন লাগে ততোদিন অপেক্ষা করতে হবে। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাগর-রুনী হত্যা মামলা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী এমন মন্তব্য করেন। ড. ইউনূস প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ড. ইউনূসকে নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বার্থে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাকে হেনস্থা করতেই সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে বা শ্রমিকরা মামলা করেনি এসব অভিযোগ সত্য না। আইনমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মতো বিচারহীনতায় কেউ সাফার করেনি। আজ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই অপরাধীর বিচার হচ্ছে।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০১.০২.২০২৪, নারগীস)

ডয়চে ভেলে

অমর একুশে বইমেলা শুরু

'অমর একুশে বইমেলা-২০২৪' উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি মাসব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন। মেলা উদ্বোধনের আগে প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা: দ্বিতীয় খন্ড'সহ কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। 'পড়ো বই, গড়ো দেশ: বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ প্রতিপাদ্যে বাংলা একাডেমি এবারের বইমেলার আয়োজন করছে।

মোট ৩৭টি প্যাভিলিয়নসহ বইমেলায় ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৯৩৭টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমি মাঠে ১২০টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭৩টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৫১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৬৪টি স্টল বরাদ্দ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গত বছর ৬০১টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোট ৯০১টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। প্রতি কর্মদিবসে বইমেলা বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং সরকারি ছুটির দিনে সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং দুপুরের খাবার ও নামাজের জন্য এক ঘণ্টা বিরতি থাকবে। যে কোনো ধরনের সমালোচনা এড়াতে এ বছর বাংলা একাডেমি এককভাবে মেলার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করেছে উল্লেখ করে অমর একুশে গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, "আজ সকালের মধ্যে প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ হবে।" কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, " আগের বছরগুলোতে কিছু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি মেলার আয়োজনে জড়িত ছিল, যার ফলে গত বছর কিছুটা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল।" মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মাসব্যাপী সেমিনারের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের জন্য ছবি আঁকা, সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, ২৩ জানুয়ারি ডিজিটালাইজড লটারি সিস্টেমের মাধ্যমে পুরোনো এবং নতুন তালিকাভুক্ত প্রকাশনার জন্য স্টল বরাদ্দ সম্পন্ন করা হয়েছিল।

অমর একুশে গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব কে এম মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, বিগত বছরের মতো এবারও মেলার মূল মঞ্চ হবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও 'লেখক বলছি' মঞ্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হবে। রমনা কালী মন্দিরের পাশে সাধুসঙ্গ এলাকায় 'শিশু চত্বর' স্থাপন করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ বছর ১১টি বিভাগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ দেওয়া হয়। বিভাগগুলো হলো: কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ/গবেষণা, অনুবাদ, নাটক, শিশুসাহিত্য বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, পরিবেশ/বিজ্ঞান ক্ষেত্র, জীবনী এবং লোক কাহিনি। পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন : শামীম আজাদ (কবিতা), ঔপন্যাসিক নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী (যৌথভাবে কথাসাহিত্যে), জুলফিকার মতিন (প্রবন্ধ/গবেষণা), সালেহা চৌধুরী (অনুবাদ), নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক (যৌথভাবে নাটক), তপঙ্কর চক্রবর্তী (শিশু সাহিত্য), আফরোজা পারভিন এবং আসাদুজ্জামান আসাদ (মুক্তিযুদ্ধের উপর গবেষণা), সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল এবং মো. মজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধুর উপর গবেষণা), পক্ষীবিদ ইনাম আল হক (পরিবেশ/বিজ্ঞান ক্ষেত্র), ইসহাক খান (জীবনী) এবং তপন বাগচী ও সুমন কুমার দাস (যৌথভাবে লোক কাহিনী) ।

বইমেলার সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে ডিএমপি পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) মেলার নির্বিঘ্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ডিএমপি বইমেলা মাঠের ভেতরে ও বাইরে ইউনিফর্ম ও সাদা পোশাকে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করবে এবং মেলার আশপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াচ টাওয়ার ও ফায়ার টেন্ডার স্থাপন করা হবে। মেলার মাঠ ও এর আশপাশের এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরা ও ড্রোন নজরদারিতে থাকবে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার হাবীবুর রহমান। ডিএমপি টিমগুলোকে পুরো অনুষ্ঠানস্থলে নজরদারি করার দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং পাশাপাশি কোন ধরনের গুজব ঠেকাতে সোশ্যাল মিডিয়া মনিটর করা হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ :১.২.২৪ রিহাব)

জন্মের আগে লিঙ্গ পরিচয় গোপন রাখার উদ্যোগ

মাতৃগর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় যাতে প্রকাশ না করা হয় সে ব্যাপারে একটি গাইডলাইন তৈরি করে হাইকোর্টে জমা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। হাইকোর্ট অনুমোদন দিলে বাংলাদেশে মাতৃগর্ভের শিশুর লৈঙ্গিক পরিচয় প্রকাশ নিষিদ্ধ হবে। ২০২০ সালে হাইকোর্টে এক আইনজীবীর করা রিটের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঐ গাইডলাইন তৈরি করেছে। ওই গাইডলাইন মানা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য বাধ্যতামূলক হবে। যারা এর অন্যথা করবেন, তারা ‘প্রফেশনাল এথিকস' লঙ্ঘনের দায়ে শাস্তির মুখোমুখি হবেন। গাইডলাইনে গর্ভের শিশুর পরিচয় প্রকাশ না করাকে প্রফেশনাল এথিকস হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল যে প্রফেশনাল এথিকসের কথা বলেছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। শুধুমাত্র চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া আর কোনো সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নন-মেডিকেল কারণে গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।

আদালতে জমা দেয়া গাইডলাইনে যা বলা হয়েছে,

১. কোনো ব্যক্তি, হাসপাতাল, ফার্টিলিটি সেন্টার, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ল্যাবরেটরি কোনো লেখা বা চিহ্ন বা অন্য কোনো উপায়ে গর্ভের শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ করতে পারবে না।

২. এ বিষয়ে কোনোরকম বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না।

৩. সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো ডাক্তার, নার্স, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ও টেকনিশিয়ান কর্মীদেরও গর্ভের শিশুর লিঙ্গ পরিচয় প্রকাশের নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে ট্রেনিং দেবে এবং নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ বিষয়ে ট্রেনিং দেবে।

৪. হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ মেডিকেল সেন্টারগুলো এ সংক্রান্ত সব ধরনের টেস্টের ডাটা সংরক্ষণ রাখবে।

৫. হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ মেডিকেল সেন্টারগুলো ডিজিটাল ও প্রিন্ট মাধ্যমে লিঙ্গ সমতা এবং কন্যাশিশুর গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন বার্তা প্রচার করবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমরা আমাদের গাইডলাইন উচ্চ আদালতে জমা দিয়েছি। আদালত আমাদের এক সপ্তাহের মধ্যে ডাকবেন। আদালত যদি এই

গাইডলাইন অনুমোদন করেন, তাহলে আমরা কার্যকর করবো। আমরা বাস্তবায়ন করবো। তখন আমরা আপনাদের বিস্তারিত জানাতে পারবো।" নিজের সামনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় ব্যথিত হন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান। কয়েক বছর আগে তিনি নিজে যখন অন্তসত্তা, তখন ঢাকার একটি বেসরকারি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যান। সেখানেই তাকে আরেক অন্তসত্তা কান্না ভীষণ ব্যথিত করে। ইশরাত হাসান জানান," আল্ট্রাসনোগ্রাম করে ওই নারী যখন জানতে পারেন তার গর্ভের সন্তান মেয়ে, তখন তিনি কান্নায় ভেঙে পরেন। আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার আরো দুইটি মেয়ে আছে। এবারো কন্যা সন্তান হলে তার বিপদ। এমনিতেই তিনি চাপের মুখে আছেন। এখন তাকে নির্যাতন করা হবে। বলছিলেন- এবার হয়তো বা আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে। গ্রামে আমার অরেকটি অভিজ্ঞতা হলো, এক নারীর কন্যা সন্তান হওয়ায় তার স্বামী হাসপাতালের বিলই দিতে আসেননি। আমি একজন নারী আইনজীবী হওয়ায় এরকম আরো অনেক নারী আমার কাছে তাদের এই ধরনের নির্মম অভিজ্ঞতার কথা জানান। তারা যেহেতু নানা সামাজিক কারণ ও ভয়ে তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে পারেন না, তাই তাদের হয়ে আমি হাইকোর্টে রিট করি," বলেন এই আইনজীবী। তার কথা,"গর্ভের সন্তানের আগেই পরিচয় জানা এবং তা মেয়ে হলে মায়ের ওপর যে চাপ প্রয়োগ ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তাতে মা শিশু উভয়ই ক্ষতির মুখে পড়েন। মাকে ট্রমার মধ্য দিয়ে যেতে হয় । এর অবসান হওয়া জরুরি। গর্ভেও সন্তানের পারিচয় প্রকাশ লিঙ্গ বৈষম্যের সৃষ্টি করে।" তিনি আরো জানান, "বাংলাদেশে গর্ভপাত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু আইনে ১০ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাতকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। এর সুযোগ নিয়ে গর্ভের সন্তান কন্যা নিশ্চিত হওয়ার পর গর্ভবতী মাকে গর্ভপাতে বাধ্য করার অভিযোগও আমি পেয়েছি।"

২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি রিট করেন এবং ওই বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি এনায়েতুর রহিম এবং বিচারপতি মোস্তাফিজুর রহমানের বেঞ্চ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করে। এরপর রুলের ওপর শুনানি হয়। শুনানির ওপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ১৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে ওই গাইডলাইন তৈরি করে। কমিটিতে চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা ছিলেন। গাইডলাইনটি ২৯ জানুয়ারি আদালতে দাখিল করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ওই নীতিমালার ওপর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানান অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান। আর রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল অমিত দাসগুপ্ত বলেন, "আদালতে শুনানির পর এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে। এখন এটা আদালতের এখতিয়ার।" স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তার গাইডলাইনে বলছে, "বাংলাদেশে ছেলে সন্তানের প্রতি আগ্রহ বেশি থাকায় গর্ভেই লিঙ্গ চিহ্নিত হলে লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট হয়। এর ফলে নারী নির্যাতন বেড়ে যায়। গর্ভবতী মা ও গর্ভের কন্যা সন্তান অনাদর ও অবহেলার শিকার হয়। বাংলাদেশের পাশের দেশ ভারতসহ আরো অনেক দেশে গর্ভের শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ। এটা নির্ধারণ বাংলাদেশের সংবিধান ও মানবাধিকার বিরোধী।"

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাইডলাইন কমিটির সদস্য ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম বলেন, "গর্ভেই শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ করে প্রেফারেন্স ঠিক করা মানবাধিকার লঙ্ঘন। আর আমরা গবেষণায় দেখেছি, বাংলাদেশে ছেলে শিশুর প্রতি আগ্রহ বেশি। ফলে এভাবে হলে এক সময় নারীর সংখ্যা কমে যাবে। আর এখন যেহেতু ছোট পরিবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, একটি সন্তানও নেন কোনো দম্পতি। সেক্ষেত্রে গর্ভেই লিঙ্গ পরিচয় জেনে ছেলে সন্তান নিলে তা আরো বৈষম্য তৈরি করবে। আর নারী কমে গেলে নারী পাচার বাড়বে।" তিনি জানান , "এই গাইডলাইন বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের। আর মেডিকেল রিজনে গর্ভের সন্তানের পরিচয় জানা যাবে। তবে সেটা আবেদনের ভিত্তিকে জাষ্টিফাই হতে হবে। ফার্টিলিটি সেন্টারে সন্তান নিতে গিয়ে কোনো দম্পতি যদি ছেলে ভ্রূণ পছন্দ করেন, তাহলে তো সেটাকে মেডিকেল রিজন বলা যাবে না।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ :১.২.২৪ রিহাব)

এনএইচকে

ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থা বন্ধ করতে হবে : ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্মসংস্থা বন্ধ করে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন যে এর মিশনের সমাপ্তি টানতে হবে। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্মসংস্থা বা আনরোয়ার কয়েকজন কর্মী ৭ অক্টোবর হামাসের চালানো হামলার সাথে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ এনেছে ইসরায়েল। এই অভিযোগের কারণে বেশ কয়েকটি দাতা দেশ সেই সংস্থার জন্য অর্থায়ন স্থগিত রেখেছে। নেতানিয়াহু বুধবার জেরুজালেমে পূর্ব ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূতদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, আনরোয়ার মিশন শেষ করার যে সময় হয়েছে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘকে তা বুঝতে হবে। তিনি আরও বলেন, গাজার সমস্যা সমাধানে বিকল্প একটি সাহায্য সংস্থা খুঁজে বের করতে হবে। উল্লেখ্য, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খান ইউনিস এবং গাজার অন্যান্য এলাকায় বুধবারও হামলা অব্যাহত রেখেছিল ইসরায়েল। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ নারগীস)

রেডিও টুডে

আজ শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

আজ থেকে শুরু হচ্ছে বাঙালির প্রাণের বইমেলা। বিকেল তিনটায় মাসব্যাপী এ বছরের অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য 'পড়ো বই, গড়ো দেশ : বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ '। সবমিলিয়ে বরাবরের মত এবারও বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে হবে মেলার আয়োজন। মেলাতে থাকছে ৬৩৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ৯৩৭টি স্টল। তৃতীয় কোন মাধ্যম ছাড়াই এবারের বইমেলার সার্বিক দায়িত্বে আছে বাংলা একাডেমি। (রেডিও টুডে : ০৮৪৫ ঘ. ৩১.০১.২৪ এলিনা)

আর্থিক খাতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্রিটেনের সাহায্য চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী

আর্থিক খাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্রিটেনে সহযোগিতা চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এই সহযোগিতার কথা জানান। অর্থমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বৈঠকে অর্থনীতি, বিনিয়োগসহ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ব্রিটেনের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। ব্রিটেন সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছে বলেও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০২.২৪ এলিনা)

দেশের আইন, বিচার বিভাগ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলছে : আইনমন্ত্রী

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দেশের আইন, আদালত, বিচার বিভাগ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলছে। ডক্টর ইউনুস এর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি মামলাকে কেন্দ্র করে এসব করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার পেতে মামলাটি করেছে জানিয়ে তিনি বলেন, এতে সরকারের কোন সম্পৃক্ততা নেই। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০২.২৪ এলিনা)

মির্জা আব্বাসকে নয়টি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত

নাশকতার অভিযোগে পল্টন ও রমনা থানার আলাদা নয়টি মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকার দুই মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শুনানি শেষে তাকে গ্রেফতার দেখান। তার আইনজীবী মহিউদ্দিন চৌধুরী গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানিয়েছেন।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০২.২৪ এলিনা)

আব্দুল হাইকে বিজয়ী ঘোষণা করে ইসির গেজেট স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট

ঝিনাইদহ-১ আসনের নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মো. আব্দুল হাইকে বিজয়ী ঘোষণা করে ইসির গেজেট স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। নির্বাচনে অনিয়ম সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি এ. কে. এম. আসাদুজ্জামানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন। এর আগে ভোটগ্রহণ ও ভোট গণনায় অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগে গেজেট স্থগিত হয়ে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেন ঐ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০২.২৪ এলিনা)

শীত আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর

তাপমাত্রা বেড়ে শীত আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার সকাল ছয়টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগে বৃষ্টি হয়েছে। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০১.০২.২৪ এলিনা)

২০২৪ সালের বইমেলার উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আজ থেকে শুরু হলো বাঙালির প্রাণের বইমেলা। বিকাল তিনটায় মাসব্যাপী এ বছরের অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি শিল্প-সাহিত্য নিয়ে নিজের চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন এখন জেলায় জেলায় বইমেলা হচ্ছে ধীরে ধীরে তা উপজেলা পর্যায়েও নিয়ে যাওয়া হবে। শিশুদের বই পড়ায় আগ্রহী করে তুলতে অভিভাবকদের আরো নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এর আগে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১১টি ক্যাটাগরিতে ১৬ জনকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য 'পড়ো বই, গড়ো দেশ : বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ '। সব মিলিয়ে বরাবরের মতো এবারও বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশে থাকছে মেলার আয়োজন। মেলাতে থাকছে ৬৩৫টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ৯৩৭ স্টল ।(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

জামিন পাননি মির্জা ফখরুল

প্রধান বিচারপতির বাসভবনের সামনে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় করা মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিলা সুমু চৌধুরীর আদালত শুনানি শেষে এই আদেশ দেন। এর আগে গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুব আহমেদের আদালতে জামিন আবেদন করেন মির্জা ফখরুলের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মিসবাহ।(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

অর্থ আত্মসাত ও পাচারের মামলায় ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে দুদকের চার্জশিট

গ্রামীন টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের সংরক্ষিত ফান্ডের লভ্যাংশের ২৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক। বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আসাদুজ্জামানের আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক গুলশান আনোয়ার। আগামী তিন মার্চ মামলার পরবর্তী তারিখ ধার্য হয়েছে।

(রে. টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কা থাকলে কোন কর্মসূচি পালন করতে দেয়া হবে না

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাঁধা নেই কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটার আশঙ্কা থাকলে এ ধরনের কর্মসূচি করতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেছেন দ্রুত বিচার আইন সংশোধন করে স্থায়ী করার প্রস্তাবে অবরোধসহ নাশকতামূলক কর্মসূচি কমবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনলাইনে আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

পুলিশ ছাড়া একদিনের জন্য হলেও মাঠে নামুন : জয়নাল আবদীন ফারুক

পুলিশ ছেড়ে আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক মাঠে নামার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক। বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ গ্রেফতার নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে মানববন্ধনে তিনি এই চ্যালেঞ্জ জানান। জয়নুল আবেদিন ফারুক বলেন, বিএনপি নেতা-কর্মীরা হতাশ নয়। একদিনের জন্য অনুরোধ জানাবো পুলিশকে নিরপেক্ষ রেখে মাঠে আসুন। কে জেতে আর কে হারে একটু দেখি। এসময় তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক কর্মসূচি পালনে অনুমতির দরকার নেই। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বিএনপির গণতান্ত্রিক কর্মসূচি নিয়ে হুমকি দিচ্ছেন, বাধা দেয়া হচ্ছে। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফরে তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হতে পারে : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের আসন্ন ভারত সফরে তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন। রাখাইন এর সংঘাত মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

(রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের কারণে ভেতরে ভেতরে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে : জি. এম. কাদের

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি. এম. কাদের বলেছেন, প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন আর লাগামহীন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে যা সরকারকে ভোগাবে। তিনি আরো বলেন, দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা চোখে না পড়লেও ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা রয়েছে। তবে দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যদের নিয়ে দলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত এইচ. এম. এরশাদের কবর জিয়ারতের পর সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন জি. এম. কাদের। (রেডিও টুডে ১৮৪৫ ঘ. ০১.০২.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অমর একুশে বইমেলা ২০২৪ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। আজ বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়। এসময় প্রধানমন্ত্রী বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। পাশাপাশি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগৃহীত রচনা দ্বিতীয় খণ্ডসহ কয়েকটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। বাংলা একাডেমি আয়োজিত এবারের বইমেলার প্রতিপাদ্য ‘পড়ো বই, গড়ো দেশ : বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’। বইমেলায় ৬৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোট

৯৩৭টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বাংলা একাডেমি মাঠে ১২০টি প্রতিষ্ঠানকে ১৭৩টি এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৫১৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৭৬৪টি স্টল বরাদ্দ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ বছর মোট ৩৭টি প্যাভিলিয়নও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত বছর ৬০১টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মোট ৯০১টি স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ বিজয়ীদের হাতে তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে দেশের বৃহত্তম অমর একুশে বইমেলা ২০২৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন তিনি। এ বছর ১১টি বিভাগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বিভাগগুলো হলো, কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ/গবেষণা, অনুবাদ, নাটক, শিশুসাহিত্য বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, পরিবেশ/বিজ্ঞান ক্ষেত্র, জীবনী এবং লোক কাহিনি। এবার পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন শামীম আজাদ (কবিতা), ঔপন্যাসিক নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী, (যৌথভাবে কথাসাহিত্য), জুলফিকার মতিন (প্রবন্ধ/গবেষণা), সালেহা চৌধুরী (অনুবাদ), নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক (যৌথভাবে নাটক), তপঙ্কর চক্রবর্তী (শিশুসাহিত্য), আফরোজা পারভিন এবং আসাদুজ্জামান আসাদ, (মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণা), সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ও মো. মজিবুর রহমান (বঙ্গবন্ধুর ওপর গবেষণা), পক্ষীবিদ ইনাম আল হক (পরিবেশ/বিজ্ঞান ক্ষেত্র), ইসহাক খান (জীবনী) এবং তপন বাগচী ও সুমন কুমার দাস (যৌথভাবে লোককথা)। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

ঘুমের জন্য ঔষধ নয়, বই পড়ুন : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'পৃথিবীতে সব থেকে মধুর ভাষা বাংলা। এত চমৎকার ভাষা কোথাও আছে কি না জানি না। হয়তো এটি আমাদের মাতৃভাষা বলে এমনটা মনে হয়।' তিনি বলেন, 'পড়ার অভ্যাস সবার থাকা উচিত। ছোটবেলা থেকে বাবা-মা যদি শিখায় সেটি ভালো হয়। অনেকে ঘুমের জন্য ঔষধ খায়, প্রয়োজন নেই। বই পড়লেই ঘুম চলে আসে। বেশি মজাদার বই পড়লে আবার ঘুম আসবে না। এজন্য আবার বই বাছাই করতে হবে।' আজ বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখন প্রকাশকদের শুধু কাগুজে প্রকাশক হলে চলবে না, ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে। তাহলে আমরা বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো। বিদেশেও পৌঁছাতে পারবো। লেখার পাশাপাশি অডিও থাকবে, এমনটাই করা উচিত। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অনুবাদ করতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য আছে, অনুবাদ না করলে আমরা কীভাবে জানবো ? পাশাপাশি আমাদের বইগুলোও বাংলা থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করতে হবে। বইমেলায় প্রাণ ফিরে পাওয়ার স্মৃতি তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, এখানে এলে ভালো লাগে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আসার মজা নেই। ডানে ঘুরলে নিরাপত্তা, বামে ঘুরলে নিরাপত্তা। এ নিরাপত্তার বেড়াজালে স্বাধীনতাই হারিয়ে গেছে। এখানে স্কুল জীবন থেকে আসতাম। সে মজা এখন নিরাপত্তার কারণে তা পাই না। এ বছর ১১টি বিভাগে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৩ দেওয়া হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন শামীম আজাদ, কবিতা, ঔপন্যাসিক নুরুদ্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী, যৌথভাবে কথাসাহিত্য, জুলফিকার মতিন, প্রবন্ধ/গবেষণা, সালেহা চৌধুরী, অনুবাদ, নাট্যকার মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক, যৌথভাবে নাটক, তপঙ্কর চক্রবর্তী, শিশুসাহিত্য, আফরোজা পারভিন এবং আসাদুজ্জামান আসাদ, মুক্তিযুদ্ধের ওপর গবেষণা, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ও মোঃ মজিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধুর ওপর গবেষণা, পক্ষীবিদ ইনাম আল হক, পরিবেশ/বিজ্ঞান ক্ষেত্র, ইসহাক খান, জীবনী এবং তপন বাগচী ও সুমন কুমার দাস, যৌথভাবে লোককথা। বক্তব্যের আগেই প্রধানমন্ত্রী তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বক্তব্যের পর মেলায় বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব নিলেন সায়মা ওয়াজেদ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ডব্লিউএইচও-এর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অটিজম বিশেষজ্ঞ ও প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ। আজ বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দফতরে তিনি যোগ দেন। তিনিই প্রথম ও একমাত্র বাংলাদেশি এবং বিশ্বে দ্বিতীয় নারী হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সম্মানজনক পদে যোগ দিলেন। এ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, 'সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে বহু আগে থেকেই কাজ করা একজন অভিজ্ঞ মানুষ। বিশ্বের বহু দেশের নেতারা তাকে অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসেবেই চেনেন। আর একজন বাংলাদেশি হিসেবে এ রকম দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেওয়াটা আমাদের জন্য একটি বিরাট অর্জন ও সম্মানের।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

সরকার ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না : আইনমন্ত্রী

সরকার ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে না বলে দাবি করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে আইনমন্ত্রী এ কথা

বলেন। তিনি বলেন, 'অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও বিদেশে ছড়ানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ সেগুলো প্রথমে মিথ্যা এবং বলা হচ্ছে আমরা তাকে হয়রানির জন্য এটা করছি।' আইনমন্ত্রী বলেন, 'দুটো কথাই, সরকার ড. ইউনূসকে হয়রানির করার জন্য কিছু করছে না, সরকার ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করছে না। যে মামলা হয়েছে, সেটা শ্রমিকরা করেছিল। এরপর শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যে অধিদফতর আছে, সেই ডিপার্টমেন্ট তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে।' শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় ড. ইউনূসকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল। গত ২৯ জানুয়ারি ড. ইউনূস সাংবাদিকদের বলেন, 'আপনাদের জানানো দরকার। সরকার বারবার বলছে, এই মামলা সরকার করেনি। আপনারা তো সাক্ষী, আপনারা তো কিছু বলছেন না। এটি কি সরকার করলো না শ্রমিকরা ? আপনারা বারবার বলেন, এটি মিথ্যা কথা। কলকারখানা অধিদফতর সরকারের অধিদফতর, সে করেছে। শ্রমিকরা করেনি।' ড. ইউনূসের নামে শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা ও সাজা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'বিচারাধীন মামলা নিয়ে আমি কথা বলি না। কিন্তু, যেখানে সরকার, বিচার বিভাগ এবং দেশের ব্যাপার জড়িত এবং যখন দেশের মর্যাদা হেয় করার প্রচেষ্টা চলে, তখন নিশ্চুপ থাকতে পারি না।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বিজিবি সদস্যের মৃত্যুতে বিএসএফ-এর দুঃখ প্রকাশ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বিজিবির সদস্য সিপাহী মোহাম্মদ রইসুদ্দিন নিহতের ঘটনায় আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী, বিএসএফ। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে বিজিবি-বিএসএফ একসঙ্গে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনকূটনীতি শাখার মহাপরিচালক সেহেলী সাবরীন। তিনি বলেন, '২৪ জানুয়ারি সিপাহী মোহাম্মদ রইসুদ্দিনের মৃত্যুতে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করে।' এসময় সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, বিএসএফ জানিয়েছে, তারা জানতো যে পাচারকারীদের সঙ্গে বিজিবির সদস্য ছিলেন। এ সম্পর্কে দিল্লির কাছে কিছু জানতে চেয়েছে কি না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়? উত্তরে সেহেলী সাবরীন বলেন, 'এ ব্যাপারে আমি যেটা বললাম, বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করবে।' বাংলাদেশ-ভারতের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে চাইলেও সীমান্ত হত্যা নিয়ে একটি নেতিবাচক প্রভাব আছে। এ জায়গা থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনো উদ্যোগ নেবে কি না, এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'যেসব দেশের সঙ্গে সীমান্ত আছে, যে কোনো দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় কিন্তু সীমান্তের সমস্যা ও ভিসা নিয়ে আলোচনা করি। এবারো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফরে সীমান্ত ও ভিসা নিয়ে আলোচনা হবে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

রাষ্ট্রপতির কাছে ৭ দেশের রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ

বাংলাদেশে নিযুক্ত সাত দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতরা বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের কাছে নিজ নিজ পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার নতুন এসব অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত তাদের পরিচয়পত্র পেশ করেন। নতুন অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতরা হলেন, মঙ্গোলিয়ার গ্যানবোল্ড দাম্বাজাভ, উত্তর মেসিডোনিয়ার স্লোবোডান উজুনভ, পেরুর হ্যাভিয়ের ম্যানুয়েল পাউলিনিচ ভেলার্দ, স্লোভাক প্রজাতন্ত্রের রবার্ট ম্যাক্সিয়ান, স্লোভেনিয়ার মাতেজা ভোদেব ঘোষ, উরুগুয়ের আলবার্তো এ গুয়ানি এবং ভেনেজুয়েলার ক্যাপায়া রড্রিগুয়েজ গঞ্জালেজ। পরে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। তিনি জানান, 'নতুন রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে কাজ করার আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপ্রধান তাদের জানান, 'বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।' বাংলাদেশে বিনিয়োগের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে তিনি অবকাঠামো, জ্বালানি ও তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে কাজ করতে নতুন রাষ্ট্রদূতদের আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, 'বাংলাদেশ তৈরি পোশাক, ঔষধ, সিরামিকসহ বিশ্বমানের নানান পণ্য উৎপাদন করে থাকে।' বাংলাদেশ থেকে এসব পণ্যের আমদানি বাড়াতে রাষ্ট্রদূতদের কাজ করতে বলেন তিনি। সাক্ষাৎকালে নতুন রাষ্ট্রদূতরা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বাংলাদেশের সঙ্গে নিজ নিজ দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে কাজ করারও প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূতরা দায়িত্ব পালনকালে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন এবং সচিব, সংযুক্ত মো. ওয়াহিদুল ইসলাম খান। এর আগে সকালে রাষ্ট্রদূতরা বঙ্গভবনে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের অশ্বারোহী চৌকস দল তাদের 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে সৌদি আরবের বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান রাষ্ট্রপতির

বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সৌদি আরবের বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। আজ বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সৌদি আরবের সুরা কাউন্সিলরের স্পিকার ড. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইব্রাহিম আল শেখ। এ সময় রাষ্ট্রপতি এই আহ্বান জানান। এসময় বাংলাদেশ ও সৌদি আরব নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, সুনীল অর্থনীতি, জীববৈচিত্র্য এবং এসডিজি অর্জনসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বৈশ্বিক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করতে আগ্রহের কথা জানায়। বৈঠক শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব

মো. জয়নাল আবেদীন জানান, 'বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে আরো বিনিয়োগ বাড়াতে সৌদি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।' বৈঠকে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, 'বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। দুই দেশের মধ্যকার ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধনও সুদৃঢ়।' তিনি বলেন, 'সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনা বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান।' সৌদি আরব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা উভয় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।' এসময় সৌদি আরবকে বাংলাদেশের বড় উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে অভিহিত করেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগ ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরো বাড়বে।' রাষ্ট্রপতি বলেন, 'বাংলাদেশ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি জোর সমর্থন জানায় এবং গাজায় ইসরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা জানায়।' রাষ্ট্রপতি মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সৌদি আরবের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। সৌদি আরবের সুরা কাউন্সিলরের স্পিকার জানান, 'সৌদি সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে খুবই গুরুত্ব দেয়। প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।' এসময় রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

পানি উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক ব্যবস্থাপনায় থাকা অপরিহার্য : স্থানীয় সরকারমন্ত্রী

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ব-দ্বীপ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গতি পথের পথ নকশা তৈরি করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ একটি ভাটির দেশ হওয়ায় হিমালয়ের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে অসংখ্য নদী আমাদের দেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানির সঙ্গে সহাবস্থান নিশ্চিত করেই আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা সাজাতে হবে। সেজন্য পানি উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক ব্যবস্থাপনায় থাকা অপরিহার্য।' আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর গ্রিন রোডের পানি ভবনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ঢাকা ওয়াসার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। এসময় বিভিন্ন খাল পুনরুদ্ধার ও পরিষ্কার করার উপর জোর দিয়ে তাজুল ইসলাম বলেন, 'বিগত সময়ে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ঢাকার আশপাশের খালগুলো পুনরুদ্ধার করে সেখানে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার ফলে ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছে।' তিনি বলেন, 'ঢাকার ৯ টি ব্রিজ ভেঙে নতুন করে তৈরি করতে হবে। আমরা ওয়াটার বেইজড যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে কাজ হাতে নিয়েছি। মহাখালী থেকে গুলশান, বারিধারা যেতে দুটি ব্রিজ ভেঙে উঁচু করা হলে নৌযান চলাচল সুবিধা হবে।' দেশের নদ-নদীর উপর নির্মিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের মাধ্যমে বিভিন্ন সেতু ফিজিবিলিটি স্টাডি করে নেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ করে সেতু নির্মাণের ফলে নৌপথের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখন আর কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে না। এছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ করার সময় পানির প্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তা নির্মাণ করা হচ্ছে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

রাজনৈতিক দল দমনের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ আইনটি স্থায়ী করা হয়নি : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কোনো গোষ্ঠী বা রাজনৈতিক দল দমনের জন্য আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ, দ্রুত বিচার আইনটি স্থায়ী করা হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে অনলাইনে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। গত সোমবার আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ আইন, ২০২৪-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। নতুন আইন অনুযায়ী স্থায়ীরূপ পাবে আইনটি। এতে বার বার মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলকে দমন করার জন্য কি আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ আইন, ২০২৪ স্থায়ী করা হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘এ আইনের মাধ্যমে জ্বালাও-পোড়াও, সহিংসতাসহ অপরাজনীতি বন্ধ করা গেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দ্রুত বিচার আইন কার্যকর করায় সুফল পাওয়া গেছে। তাই অপরাধের বিচার দ্রুত করার জন্য আইনটি স্থায়ী করা হয়েছে। এতে দ্রুত বিচার হওয়ায় এটা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অনেক কার্যকর হয়েছে। বিরোধী দল দমন নয়, যারা অবরোধ করবে, যারা আইন-শৃঙ্খলা অস্থিতিশীল করবে তাদের বিরুদ্ধে এ আইন প্রয়োগ করা হবে।’ সংসদের প্রথমদিন বিএনপি কালো পতাকা মিছিল করেছে এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বিএনপির নতুন সরকারের সংসদের প্রথমদিনে কালো পতাকা মিছিল করে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করাটা ঠিক হয়নি। এজন্য পুলিশ বাধা দিয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে বাধা নেই। কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে এ রকম কর্মসূচি করতে দেওয়া হবে না।’ বিএনপির নেতা মঈন খানকে আটকের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'মঈন খানকে আটকের ঘটনায় ধাক্কাধাক্কি হলে সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেনি। মঈন খানকে ইচ্ছে করে ধাক্কা দেয়নি পুলিশ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ধাক্কাধাক্কি হয়।' আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকরা আমাকে প্রায় জিজ্ঞেস করতো সারাদেশে টোটাল আগ্নেয়াস্ত্র লাইসেন্স কতগুলো আছে এবং কতগুলো নতুন দিয়েছেন। আমি তখন উত্তর দিতে পারতাম না। কারণ আমাকে তখন জেলা প্রশাসকের কাছে ফোন করে জানতে হতো কয়টা আবেদন পেন্ডিং আছে, কয়টার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে তথ্য ছাড়া আমরা কিছু বলতে পারতাম না। এটা আমার কাছে

একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যে কীভাবে এটা ঠিক করা যায়।' আসাদুজ্জামান খান বলেন, 'খুব সুন্দর সিস্টেম চালু হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন নির্বাচনে জয়ী হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরি করবেন।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এখানে বসেই এ মুহূর্তে জানতে পারবো মোট লাইসেন্সধারী আগ্নেয়াস্ত্র কতটি। ডিলারদের কাছে কতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। সেসব বিষয়ে জানতে পারবো। এটা এত একটা সুন্দর সিস্টেম, যার মাধ্যমে যুগান্তকারী সিস্টেমে যাচ্ছি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

যেখানেই দুর্নীতি সেখানেই প্রতিরোধ : জনপ্রশাসনমন্ত্রী

যেখানেই দুর্নীতি সেখানেই প্রতিরোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। তিনি বলেন, 'যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে প্রতিটি দফতরকে দুর্নীতিমুক্ত করা হবে।' আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর সার্কিট হাউজে গার্ড অব অনার গ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী। জনপ্রশাসনমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর সোনার ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হলে দুর্নীতিকে কখনোই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। ২০০৯ সালে থেকে এ যাত্রা শুরু হয়েছে। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যে বাধাগুলো আসবে সেগুলোকে এ পাঁচ বছরে মোকাবিলা করা হবে।' বিকেলে মন্ত্রী মেহেরপুরে সার্কিট হাউজে পৌঁছালে পুলিশের একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, পুলিশ সুপার এস এম নাজমুল হক ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। পরে মন্ত্রী শহরের ড. সামসুজ্জোহা পার্কে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

পর্যটনে সেবার মান বাড়াতে হবে : পর্যটনমন্ত্রী

দেশের পর্যটন খাতের সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে হবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী ১২তম বিমান বাংলাদেশ ট্রাভেল এ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ফারুক খান বলেন, 'যারা এ খাতের সঙ্গে জড়িত তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সরকার পলিসি মেকিং করবে। বাকিটা প্রাইভেট সেক্টর করবে।' তিনি বলেন, 'পর্যটনে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা নেই। আমি মনে করি সেবার মান আরো বাড়াতে হবে।' অন অ্যারাইভেল ভিসা সহজ করার কাজ চলছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'এ নিয়ে আমরা কথা বলছি। যারা আসবেন তারা যেনো এ ভিসা পান। যারা অভিজ্ঞ তাদের সঙ্গে কথা বলে আমরা এ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবো।' অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি মাহবুবুল আলম বলেন, 'আমাদের পলিসি গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পলিসি ঠিক হলে আমরা দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এখানে কিন্তু রিলিজিয়াস ট্যুরিজমে অনেক সম্ভবনা। আমাদের কানেক্টিভিটি খুব ভালো।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

পরিবেশ দূষণ রোধে সবাইকে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে : পরিবেশমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, আমরা পরিবেশ দূষণ রোধে মানমাত্রা ঠিক করে দেই। কিন্তু সেটা আমরা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এখানে বিআরটিএ, মেট্রোপলিটন, শিল্প ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়সহ সবার প্রয়োজন আছে। এই পরিবেশ দূষণ রোধ যে সবাই মিলে করতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সবাই মিলে সমন্বয় করে দূষণ রোধে কাজ করতে হবে।' আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর পানি ভবনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকা ওয়াসার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সহাবস্থান করেই বাঁচতে হবে। নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। এ লক্ষ্যে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং পানিসম্পদ ব্যবহারের টেকসইকরণে জোর দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের নদীর পাড় ভাঙন এখন বড় একটি টার্ম, ক্লাইমেট রিফিউজি। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ স্থানচ্যুত হচ্ছে। এসব বিষয়ে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা যদি পরবর্তী ৫০ বছরের দিকে তাকাই তা কীভাবে দেখব সেটা নির্ভর করবে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সম্পর্কের ওপর।' কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। কর্মশালায় মূল বক্তব্য দেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং জাতিসংঘের সাবেক উন্নয়ন গবেষণা প্রধান ড. নজরুল ইসলাম। কর্মশালা পরিচালনা করেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাসকিম এ খান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে চাই : ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি ম্যাসদুপুই। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে তার দফতরে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান মেরি ম্যাসদুপুই। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে

সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে চাই।' ফ্রান্স থেকে এয়ারবাস ক্রয় নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাদের এজেন্ডায় এমন কোনো আলোচনা ছিল না। অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' কোন কোন খাতে এ সংস্কারের বিষয়টি বলা হয়েছে, জানতে চাইলে তিনি বলেন, শ্রমবাজার ও বিনিয়োগ কাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যাতে ইউরোপের বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ একটি আকষণীয় স্থানে পরিণত হয়। যে কারণে বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের দরকার আছে।' বৈঠককালে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতকে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বর্তমানে যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে সেক্ষেত্রে ফ্রান্সের সহায়তা চায় বাংলাদেশ। কোন কোন খাতে একসঙ্গে কাজ করা যায় সেটি নিয়ে আরো আলোচনা হতে পারে।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে আরো ৪৯ জনের করোনা শনাক্ত

দেশে ক্রমেই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪৯ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। তবে এ সময়ে দেশে করোনায় কারো মৃত্যুর তথ্য জানা যায়নি। তবে মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৪৮২ জনে। আর আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৭ হাজার ১৯৯ জনে। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৮৫টি পরীক্ষাগারে ৬০৭ টি নমুনা পরীক্ষায় ৪৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়। তাদের মধ্যে ঢাকার ৪১ এবং সাতজন চট্টগ্রামের। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৮ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে থেকে সেরে উঠেছেন ১৯ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ১৪ হাজার ৪৪৩ জনে। সুস্থতার হার ৯৮ দশমিক ৪০ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০১.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

EU LEADERS UNLOCK €50BN SUPPORT PACKAGE FOR UKRAINE

All 27 EU leaders have agreed a €50bn aid package for Ukraine after Hungary had previously blocked the deal. Ukrainian President Volodymyr Zelensky welcomed the new funding, saying it would strengthen the country's economic and financial stability. Ukraine's economic ministry said it expects the first tranche of funds in March. There had been fears Hungary's PM would again block the package as he did at a European summit last December. Viktor Orban, Russian President Vladimir Putin's closest ally in the EU, had said he wanted to force a rethink of the bloc's policy towards Ukraine and questioned the idea of committing to fund Kyiv for the next four years. (BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

HOUTHIS CLAIM HIT ON US CONTAINER SHIP IN RED SEA

The Houthi movement in Yemen says it has struck a US merchant ship it named as KOI in the Red Sea in a fresh attack targeting commercial shipping. But two maritime sources told BBC Verify that the Houthi claim was fake. US and UK authorities are yet to say whether an attack took place. Security firm Ambrey said a ship located south of Yemen reported a blast on its starboard but did not name it. Meanwhile, the US launched new air strikes in Yemen. Ten drones reportedly being set up to launch were targeted in the strike.
(BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

UK RECONSIDERS RELOCATING EX-AFGHAN SPECIAL FORCES

Former Afghan Special Forces who served alongside the British but were denied relocation to the UK will have their cases re-examined, the government says. Armed Forces Minister James Heappey said ineligible applications with credible claims of links to Afghan specialist units would be reassessed. The so-called "Triples" were elite units set up, funded and run by the UK. But hundreds had their relocation claims denied following the Taliban takeover of Afghanistan in 2021. (BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

INDIA'S MODI SHUNS BIG SPENDING IN PRE-POLL BUDGET

India Prime Minister Narendra Modi's government has presented its last budget before the country heads for general elections in the coming months. The interim budget - or a stop-gap financial plan - will come into effect from 1 April until a new government presents a full-fledged budget after coming to power. Not surprisingly, Finance Minister Nirmala Sitharaman has continued to fund infrastructure building - which has been a major driver of India's economic growth. Over $130b has been allocated to build physical assets like roads and ports this year - a 11% jump from last year - but below the nearly three-fold trend-line annual increases India has been seeing since 2019. (BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

SRI LANKA'S CONTROVERSIAL INTERNET LAW COMES INTO FORCE

Sri Lanka's draconian law to regulate online content has come into force, in a move rights groups say is aimed at stifling freedom of speech. The Online Safety Act gives a government commission broad powers to assess and remove prohibited content. Authorities said it would help fight cybercrime, but critics say it suppresses dissent ahead of elections. Social media had a key role in protests during an economic crisis in 2022, which ousted the then president. The act was passed on 24 January by 108-62 votes - sparking protests outside parliament - and came into effect on Thursday after the Speaker endorsed it.
(BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

SA DENIES CLAIMS IRAN FUNDED ICJ AGAINST ISRAEL

South Africa's Foreign Minister Naledi Pandor has denied allegations the ruling ANC party received financial backing from Iran to file its case against Israel at the International Court of Justice (ICJ). During a press briefing on Wednesday, the minister termed the allegations as a counter-offensive by Israel and its allies, echoing earlier comments by President Cyril Ramaphosa that his country could face retaliation for pursuing legal action against Israel. Last week, ICJ delivered a ruling in the case, saying that Israel must take all measures to prevent genocidal acts in Gaza. (BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

UKRAINE HITS RUSSIAN MISSILE BOAT IN BLACK SEA

Ukrainian forces say they have destroyed a Russian missile boat from the Black Sea Fleet in a special operation off Russian-occupied Crimea. The Ivanovets - a small warship - received direct hits to the hull overnight, after which it sank, military intelligence said. It has released video footage that purports to show the moment of impact, followed by a big explosion. There has been no word about the incident from Russian authorities. However, Russian military blogger "Voenkor Kotenok" wrote on Telegram that the boat had sunk after being hit three times by naval drones. (BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

RUSSIAN TROOPS COULD DEPLOY TO BURKINA FASO: JUNTA LEADER

Burkina Faso's military-backed president has said Russian troops could deploy to fight jihadists in the West African country, if needed. In an interview, Ibrahim Traore said Russia is offering logistical and tactical training and they are willing to sell whatever weapons are required by Burkina Faso. Mr Traore added there are no restrictions on what can be bought from Russia, China, Turkey or Iran, unlike other countries. This comes amid reports that at least 100 Russian fighters were sent to the African country as military instructors last week. The development also fuels speculation of Burkina Faso deepening security ties with Russia like neighbouring Mali, where Russian Wagner mercenaries operate.
(BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

OVER 20,000 ABYEI RETURNEES IN URGENT NEED OF AID: OFFICIAL

The chief administrator of the disputed Abyei administratively area between Sudan and South Sudan says at least 21,000 returnees who fled the conflict in Sudan are in dire need of humanitarian assistance following deadly clashes over the weekend. The returnees are scattered in different villages and in Abyei town, the BBC has learned. On Saturday and Sunday, two-armed youth groups for Warrap State in South Sudan raided Abyei, killing at least 52 people, including two UN peacekeepers. The UN Interim Security Force in Abyei is providing some food assistance for those who were displayed by the fighting and are camping inside its base. But the assistance cannot last long.
(BBC Web Page: 01/02/24, FARUK)

:: The End ::